

श्रिवित मि कलग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 12 Issue ● 12 January, 2022, Wednesday ● ২৭ পৌষ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

তর ইতিহাস বিক্রি কেজিদরে

মহারাজা রাধাকিশোরের রাজত্বকালেই আগরতলার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ছিল। তখন অবশ্য কেরোসিনের হারিকেন লন্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হতো রাস্তার মোড়ে মোড়ে। পরবর্তী সময়, বীরেন্দ্রকিশোর ও বীরবিক্রমের



মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের সময়কালে রাজ দরবারের ছবি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরার রাজাদের সময়ের ইলেক্ট্রনিক জেনারেটর বিক্রি হয়ে গেছে লোহালক্কড় হিসাবে। সেগুলি খোলা শুরু হয়ে গেছে। রাজাদের সময়ের সেসমস্ত জিনিস হাত বদল হয়ে রাজ্য সরকারের মালিকানায় এসেছিল। সেসব বিক্রি হয়ে গেছে। সেই নিয়ে প্রাক্তন রাজ পরিবারের সদস্য, হালের উপজাতি

দরদের মুখিয়া প্রদ্যোত দেববর্মনের কোনও আওয়াজ এখনও পাওয়া যায়নি। ইতিহাস চর্চায় আগ্রহ নেই রাজনৈতিক দলগুলোর। বাম আমলে যৎসামান্য যাও-বা এক-দু'জন নেতার মধ্যে ছিলো, রাম আমলে তা একেবারেই শূন্যের কোঠায়। এই আমলে 'বামেদের সব খারাপ' বলা ছাড়া কোনও মন্ত্রী বা নেতা, আদতে শিক্ষণীয় বা রাজ্যের 'ইতিহাস' বেঁচে থাকবে এমন

রাজত্বকালে কেরোসিন লগ্ঠনের স্থান নেয় গ্যাসের বাতি। রাজধানীর প্রধান রাস্তার পাশে তখন জুলতো গ্যাসের বাতি। মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে এই কাজ করা হতো। ১৯৪৫ সালের পর থেকে আগরতলার রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে। তখনকার সময় আনা রাজন্য আমলের স্মৃতি বিজড়িত জেনারেটরগুলো সরকার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই সেগুলো লোহার দরে বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে। পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এই শহর আমলের জেনারেটরগুলোও থেকে প্রধানত রাজনৈতিক

রাখা হয়নি তেমন। আর কয়েকদিন ফেলার কাজও শুরু হয়ে গেছে। পরেই রাজ্য যখন ২১ জানুয়ারি, শহরে প্রথম আলো পূর্ণরাজ্য দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী জ্বালানো জেনারেটর উদ্যাপন করবে, তার আগে ফের একটি স্বর্ণালী নিলামে, বীরবিক্রমের ইতিহাস-অধ্যায় মুছে যেতে স্বপ্ন কেজি দরে বিক্রি. বসেছে। রাজা বীরবিক্রম নিজে উদ্যোগ নিয়ে এই শহরে 'বিদ্যুৎ' লুপ্ত ইতিহাস জ্বালানোর জন্য জেনারেটরগুলো বহুমূল্যে

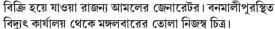
কেজি দরে বিক্রি হয়ে যাচেছ জেনারেটরগুলো। জেনারেটরগুলো বিক্রি মানে, 'ইতিহাস' বিক্রি করে ফেলা। যে জেনারেটরগুলো বিক্রি হচ্ছে,

বিক্রির পথে। ইতিমধ্যেই

জেনারেটরের হাড়-পাঁজর খুলে

বদান্যতায় অবশেষে রাজন্য তাকে কেন্দ্র করে এই শহরের ইতিহাসকে একটু ছঁয়ে আসা যাক। কারণ, জেনারেটর বিক্রির বিষয়টিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক ক্ষোভ। ইতিহাস দাবি করে, বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলেই ১৮৭১ সালে গঠিত হয় আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি। নতুন ও পুরান, দুটো আগরতলাই এর আওতায় ছিলো। ১৮৭২ সালে স্থাপিত হয়েছিলো নতুন হাভেলী বঙ্গ বিদ্যালয়। বীরচন্দ্রের রাজত্বকালেই প্রথম আগরতলায় ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। এরপরই রাজ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসালয়, ডাকঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছে। রাজ্যে আদম- শুমারি হয়, শাসন ব্যবস্থার

বিকেন্দ্রীকরণ ঘটতে শুরু করে। ১৮৭৮ সালে রাজা ক্রীতদাস প্রথা লোপ করেন। মহারাজার নির্দেশে যুবরাজ রাধাকিশোরের তত্বাবধানে নতুন রাজধানীর পয়:প্রণালী সংস্কারের কাজ শুরু হয়। রাস্তাঘাট তৈরি হতে শুরু করে। সে সময়ই রাজধানীকে বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য আখাউডা খাল খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পুল তৈরি, হাট বাজার স্থাপন, ইত্যাদি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ সরকারের অনুদানই ছিলো প্রধান উৎস। সাহিত্য থেকে আলোক চিত্র, প্রাধান্য পেতে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে। সে সময় থেকে শুরু করে কিরীট বিক্রম বা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর, কারোরই কোনও কীর্তি বা



স্মৃতিচিহ্ন আজকের শহর আগরতলায় বেঁচে নেই। কিছ দালানবাডি আর ধ্বংস হতে হতেও বেঁচে থাকা স্থাপত্য বেঁচে থাকলেও, কালের কবলে হারিয়ে গেছে শত শত 'ইতিহাস'। রাজা ঈশানচন্দ্র নতুন হাভেলীতে যে রাজপ্রসাদ তৈরি করেছিলেন, তা ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। মঠচৌমুহনির মঠটি

বাদ দিলে মহারাজা বীরচন্দ্রের রাজত্বকালের কোনও স্মৃতিচিহ্ন আজকের শহরে খঁজে পাওয়া দুষ্কর। ১৯০১ সাল। রাজ্যে প্রথম লোকগণনা অনুষ্ঠিত হয়। তখন এই শহর আগরতলার জনসংখ্যা ৬ হাজার ৪১৫ জন, আর রাজ্যের জনসংখ্যা ১ লাখ ৭৩ হাজার ৩২৫ জন। শুর[ু] হয় এই **শহ**রকে

বিদ্যুৎ কার্যালয় থেকে মঙ্গলবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

পদোন্নতির টিসিএসদের পোস্টিং

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। পদোন্নতি পেয়ে টিসিএস ক্যাডার হওয়া ৬৯ জন পোস্টিং পেয়েছেন তাদের মধ্যে অ্যাডিশনাল বিডিও হয়েছেন ৫৮ জন, বাকি ১১ জনকে বিভিন্ন এসডিএম অফিসে ডিসি করা হয়েছে। দু"শো আটত্রিশ জন বিভিন্ন দফতরের অফিসার পদোন্নতি পেয়ে টিসিএস গ্রেড-টু ক্যাডার হয়েছেন সম্প্রতি। তাদের ১৪ জন নতুন পদে যোগ দেননি বলে খবর। তাদের আর্থিকভাবে বিশেষ লাভ হবে না, এই বিবেচনায় তারা যোগ দেননি বলে খবর। ২০০৫ সাল পর্যন্ত যারা চাকরিতে যোগ দিয়েছেন,তাদের নাকি বিশেষ লাভ নেই। এই পদোন্নতি নিতান্তই অ্যাডহক ভিত্তিতে, এই পদোন্নতি নিয়মিত নয়। সুপ্রিম কোর্টে চলা পদোন্নতির মামলার চূড়ান্ত রায় এলেই তাদের সম্মন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। যদি সেই রায়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন পড়ে তবে তাদের আবার আগের পদে ফিরে যেতে হতে পারে। তাছাড়াও এখন তাদের দুই বছর প্রফেশনেও থাকতে হবে। আর বছর খানেকের মধ্যেই বিধানসভা ভোট, হাতে এই ২০২২ সালই আছে। ভোটের আগে এই নতুনদের নানা পদে দিয়ে ঘর গুছিয়ে

বনের ডধ্বে ফুটবল!

এনেছিলেন, সেগুলো বিক্রি করার

সিদ্ধান্ত নিলো ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ

নিগম লিমিটেড'র কর্তৃপক্ষ। এই

প্রতিষ্ঠানের এমডি শ্রীকেলে'র

নেতা-মন্ত্রীদের জন্যই শতাধিক

স্মৃতি হারিয়ে গেছে। কিছুই বাঁচিয়ে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, **আগরতলা,১১ জানুয়ারি।।** বাঘ বা সিংহ যখন নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শিকার করে তখন সেটা অপরাধ নয়। বেঁচে থাকার জন্যেই এই কার্য সম্পাদন করে বাঘ বা সিংহ এর জন্য তাদেরকে কেউ অপরাধী মনে করে না। কিন্তু মানুষ যখন নিজের ক্ষদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানুষকেই শিকার করে

চালু হয়েছে। অথচ অবাক করার মতো বিষয় হলো, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রমরম করে চলছে টিএফএ পরিচালিত ফুটবল লিগ। দুপুর বারোটা থেকে শুরু হচ্ছে মহিলা লিগ ফুটবল। যেখানে দর্শকদের সংখ্যা হাতে-গোনা। কিন্তু দুপুর আড়াইটা থেকে সিনিয়র লিগের যে ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে সেই ম্যাচগুলি উপভোগ করছে কম

দিয়েছেন। ফুটবল কখনোই জীবনের ঊধের্ব নয়। শুধু ফুটবল কেন জীববিদ্যার জনক এরিস্টেটল বলে গিয়েছেন, জীবন একটাই। এখানে কোনও সমঝোতা নয়। জীবনকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একেকটি পদক্ষেপের মূল্য অনেক বেশি। যার মূল্যায়ন টাকার অংকে নির্ধারণ করা যায় না। সেখানে



তখন সেটা কি অপরাধ নয় ? রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বর্তমান সময়টা কি আসলে জঙ্গলের রাজত্বের চেয়েও ভয়ঙ্কর নয়? চিনের রফতানি করা করোনা ভাইরাসের আক্রমণে গোটা পৃথিবী কাঁপছে। ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে করোনার তৃতীয় ঢেউ। স্বভাবতই কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার জনগণের অবাধ মেলামেশা রুখতে একের পর এক বিধিনিষেধ জারি করতে শুরু করেছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে চালু করেছে নাইট কারফিউ। বন্ধ হয়েছে আংশিকভাবে স্কুল। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বিধিনিষেধ

পক্ষে পাঁচ হাজার দর্শক এবং উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের গ্যালারি বিশেষ কয়েকটি অংশেই দর্শকদের ভিড় করতে দেখা যাচ্ছে। একে অপরের গা ঘেঁষে বসে আছে এমন দৃশ্য দেখা যায়। দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও তৃতীয় ঢেউ-এর আগ্রাসন শুরু হয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রণন্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার সংখ্যাটা ৫৭৯তে পৌঁছেছে। রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রদর্শনী বা মেলাও পুরোপুরি বন্ধ। মানুষের প্রশ্ন, তাহলে কোন্ যুক্তিতে বিপ্লব দেব

মানুষের জীবনকে নিয়ে জুয়া খেলতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার এমনটাই অভিযোগ সাধারণ মানুষের। ফুটবল খেলা অবশ্যই জনপ্রিয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই ফুটবলের আনন্দ নিয়ে চলেছে। কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতা করা সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতি ফুটবলের চেয়ে মানুষের জীবনকেই অগ্রাধিকার দিতে চায়। কিন্তু বাস্তবে কি তা হচছে? স্কুল, কলেজ, জমায়েত কিংবা মেলা বন্ধ অথচ নিয়মিত পাঁচ হাজার দর্শকের উপস্থিতি নিয়ে উমাকান্ত মাঠে চলছে ফুটবল। মাঠ থেকে যখন দর্শকরা বেরিয়ে আসছে তখন তাদের মধ্যে অনেকেই করোনায় সরকার উমাকান্ত মাঠে ফুটবল আক্রান্ত 💿 এরপর দুইয়ের পাতায় 🛘

পজিটিভ ডা. দিলীপ দাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। বিধায়ক দিলীপ দাসের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে প্রতিবাদী কলম এবং পিবি-২৪ পরিবার।তিনি নিজে জানিয়েছেন, কোভিড আক্রান্ত হলেও তিনি একেবারেই সুস্থ রয়েছেন। কোভিড চলাকালীন সময়ে যেরকমভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন এর সবটাই পালন করে চলেছেন তিনি। আপাতত তার শারীরিক কোনওরকম সমস্যাও নেই। ফলে তার স্বাস্থ্যের বিষয় নিয়ে তিনি নিজেও কোনও উদ্বিগ্ন নন। তবে আপামর রাজ্যবাসীকে কোভিড বিধি মেনে চলার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

টেট'র স্ক্রুটিনি বন্ধ! প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (টিআরবিটি) সোমবার থেকে টেট"র স্ক্রুটিনি প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কবে করবে, তার তারিখ দেয়নি। কোভিড'র কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোভিড'র সময়ে অনেক কিছুই চালু আছে। এক তৃতীয়াংশ মানুষ নিয়ে হল চালু আছে। পরিবহণে গায়ে গা লাগিয়ে মানুষ চলছেন। বাজার ছোট জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়নি, বা পুলিশ বা সিভিক 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন ডিঙিয়ে ট্রাইবাল পিউপিল'র জন্য নোটিফিকেশন

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২০৪৭ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ আগামী ২৫ বছরের জন্য রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বপ্ন দেখছেন। প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করে সেই স্বপ্নের কথা তিনি প্রকাশ্যে বলেছেনও। অন্যদিকে, উনার ক্যাবিনেটের এক মন্ত্রীর দফতর থেকে জারি হওয়া একটি নোটিফিকেশন গত ৪৮ ঘণ্টা আগে পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। নোটিফিকেশনটি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় সংশ্লিষ্ট মহলে। প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে এই নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে তো? রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দফতরের তরফে জারি হওয়া নোটফিকেশনটিকে নিয়ে নিন্দুকেরা বলছেন, ভূতে পেয়েছে রাজ্যকে! হ-য-ব-র-ল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রশাসন কাকে বলে তা প্রতিদিন দল বিষয়টি নিয়ে দেশের প্রমাণিত হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দফতর একটি নোটিফিকেশন জারি করেছে। শুধু তাই নয়, সেই নোটিফিকেশনটি

প্রধানমন্ত্রীকেও চিঠি লিখেছেন বলে খবর। কিভাবে একটি রাজ্য সরকার এমন একটি লজ্জাজনক নোটিফিকেশন জারি করতে পারে



বিজ্ঞাপন আকারে পত্র-পত্রিকাতেও ছাপানো হয়েছে। আর তাতে করে রাগের বহ্নিশিখায় জ্বলছে রাজ্যের ইতিমধ্যেই জনজাতিদের তরফে এক প্রতিনিধি

তা নিয়ে দিকে দিকে প্রশ্ন উঠেছে। কেন লজ্জাজনক? কেন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখার মতো পরিস্থিতি? কারণ, রাজ্যে নতুন সরকার 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

টিএসআর'র নিয়োগপত্র শীঘ্রই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানয়ারি।। দুই ইভিয়ান রিজার্ভ টিএসআর ব্যাটেলিয়ন গঠনের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ছাড়া হবে, এই ব্যাপারে নোটিশ জারি হয়েছে সোমবারে। চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য রিপোর্টিং'র সময় অন্তত পনেরটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। বয়সের প্রমাণ হিসাবে ম্যাট্রিকুলেশন"র এডমিট কার্ড বা সমতুল কাগজ, শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজ, প্যান এবং আধার কার্ড, পিআরসি, রেশন কার্ড সারেন্ডার সার্টিফিকেট, দুই জোড়া শার্ট-প্যান্ট, স্টিলের ট্রাঙ্ক ও বিছানা, পাঁচ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, এসসি/এসটি 🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়

মেলা বন্ধের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশাসনের



সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভ বলা হয়। এই নিয়ে নানা মহলে নানা মত আছে। একটি মত অবশ্যই এটা, সংবাদমাধ্যম চারপাশের অন্যায়গুলোকে তুলে ধরে। প্রশাসন তথা সরকার সেগুলোকে গঠনমূলকভাবে বিচার করে, সাধারণের কল্যাণার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মঙ্গলবার এমন একটি ঘটনায় প্রশাসনকে 'ধন্যবাদ' জানাতেই হয়। গত সোমবারও শহরের শিশু উদ্যানে 'ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো' নামে একটি মেলা চলছিলো। ছবি সহ এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সে খবর ছাপানো হয়। সরকারি বিধি-নিষেধকে উল্লাঙ্ঘন করে মেলাটি গত সোমবার কিভাবে আয়োজিত হয়, সে প্রশ্ন খবরে রাখা হয়। মঙ্গলবার প্রশাসনিকভাবে পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই মেলাটি এদিন বন্ধ করতে বাধ্য হয় আয়োজকরা। শোনা যাচ্ছিল, মেলাটি আয়োজনে শাসক দলের এক-দু'জন নেতা-নেত্রীর প্রচ্ছন্ন মদত ছিলো। আবারো একথা প্রমাণিত, আইন সকলের জন্যই সমান।

ফডতে রাতভর অ

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। রাজ্যে দীপাবলি পরবর্তী গানের জলসায় মেতে উঠেছে রাজ্য তা বুঝা মুশকিল আনন্দ উৎসব দেখে। রাজ্যে প্রতিদিন যেখানে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ বাড়ছে সেখানে এমন অনাবিল আনন্দের আয়োজন কিভাবে করতে পারেন শাসক দলের নেতারা, আর কিভাবে সইতে পারে প্রশাসন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আগরতলার আনন্দনগরের সুলতান শাহ দরগায় সংহতি মেলা শুরু হয়েছে ৯ তারিখ থেকে। এই সংহতি মেলাকে কেন্দ্ৰ করে রাতভর যে অর্কেষ্ট্রার আয়োজন করা হয়েছে তা এখনও চলছে। মঙ্গলবার রাতভর গানের জলসায় শাসক দলের নেতাদের সঙ্গে কোমর দুলিয়েছেন তাদের আজ্ঞাবহরাও। যতদূর খবর, নাইট কারফিউর মাঝে এমন গানের

নিতে চাইছে সরকার।

চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস নাকি

নাগরিক এসে বাধা দিয়েছিলেন। বলছেন, তিনি অজেয়। অজয়বাবু নাকি গান চালিয়ে কিন্তু ডুকলি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির থানা - পুলিশ - নেতা - মন্ত্রী কেউ তাকে কোনওদিন হারাতে পারেনি।

আসরে এলাকার জনাকয় সচেতন হবে না। অজয়বাবু নাকি এও ঘোষ। করোনা কারফিউ'র মাঝে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়ে বলেছেন, তার উপর রামদা'র আশীর্বাদ



নাচতে নাচতে এসে জানিয়ে দিয়েছেন, আনন্দনগরের জন্য নাইট কারফিউ নেই। আনন্দনগর এসব থেকে মুক্ত। সে জন্যই জায়গার নাম আনন্দনগর। এখানে শুধু আনন্দ হবে আর কোনও কথা তিনি করোনাকেও নাকি হারিয়ে দেবেন। আর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের অভয় পেয়ে করোনা কারফিউ'র মাঝেই চটুল হিন্দি গানে মাতিয়ে রেখেছেন তথ্য সংস্কৃতি দফতরে কর্মরত শিল্পী রাজেশ

রয়েছে। ফলে, রামদা'র আশীর্বাদ নিয়েই মাঝে মাঝে তিনি নাচতে নাচতে জয় শ্রীরাম, জয়রামদা জিগির তুলেছেন। একদিকে চলছে করোনা কারফিউ'র কড়াকড়ি। সংক্রমণ থামাতে প্রশাসনের কড়া শিল্পী রাজেশের চটুল হিন্দি গানে মধ্যরাতে সুলতান শাহ দরগার মাঠে বেসামাল অবস্থায় কোমর দোলাচেছন এলাকার জবরদস্ত বিজেপি নেতা অজয় কুমার দাস। তার সঙ্গে তার আজ্ঞাবহ একদল যুবক, সঙ্গে গ্রামের মানুষেরা। তার বক্তব্য, করোনাকে ভয় পেলেই ভয় নইলে সব জয়। সবাইকে বার বার বলছেন জয় শ্রীরাম স্লোগান দিন, জয়রামদা স্লোগান দিন, করোনা পালিয়ে যাবে। নাইট কারফিউ'র দরকার নেই। আনন্দনগরে শুধু আনন্দ। নাইট কারফিউ'তে এখানে মানা। তাহলে চলুক আনন্দ রাতভর। অদ্ভুত এক প্রশাসনিক সক্রিয়তার নজিরে হাঁপিয়ে উঠতে চলেছে রাজ্য। একদিকে করোনার তৃতীয় ঢেউ সামলাতে সতর্কিত প্রশাসন প্রতিদিন রাত নয়টা থেকে পরদিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নাইট কারফিউ 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

দাওয়াই। আরেকদিকে সরকারি

রেগায় ফেঁসেছে রাজ্য, নীরব মন্ত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১১ জানুয়ারি।। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানে নজিরবিহীন কেলেক্ষারি ধরা পড়ার পরেও একেবারেই চুপ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দু'জনেই। উপমুখ্যমন্ত্রীর আবার সরাসরি তত্ত্বাবধানে রয়েছে গ্রামোন্নয়ন দফতর। অর্থাৎ পঞ্চায়েত, ব্লুক এবং রেগা সবকটিই উপমুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অধীন। এই রেগাকে কেন্দ্র করেই মধ্যস্বত্বভোগী, দুর্নীতির সিভিকেট তৈরি হয়ে রেগা তথা

আদ্যশ্রাদ্ধ হয়ে গেলেও হেলদোলও নেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর। আর এই কেলেঙ্কারির অভিযোগ কিংবা তথ্য কোনও বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত হয়নি। তা সরাসরি সামনে এনেছে উপমুখ্যমন্ত্রীরই দফতরের অধীন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এবং রাজ্য অর্থ দফতরের পরিচালনাধীন সোশ্যাল অডিট দফতর। যার সরাসরি পরিচালনায়

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অডিট অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা উপসুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন। মূলত উপমুখ্যমন্ত্রীর কলকাঠিতেই আরও বহু যোগ্যকে বঞ্চিত করে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা পদ আঁকড়ে ধরেছেন সুনীল দেববর্মা। সেই সুনীলবাবুর তথ্যেই রেগায় এমন কেলেশ্বারি উঠে আসার পর গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর তরফে এ নিয়ে তখন সন্দেহের অবকাশ থাকারই রয়েছেন খোদ উপমুখ্যমন্ত্রী এবং কথা নয়। কিন্তু তার পরেও ব্যক্তিগত পারিবারিক স্তরে সোশ্যাল দফতরের 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। স্মার্ট সিটিতে থামছে না বাইক চুরি। এবার বাইক চুরি গেছে আড়ালিয়ার শ্রমজীবীপাড়া থেকে। এলাকার বাবুল বিশ্বাসের ঘর থেকে সুপার স্পেলভার বাইকটি চুরি হয়েছে। বাবুল এই ঘটনায় পূর্ব থানায় একটি মামলা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, টিআর-০১-এএফ-৭৯৬৩ নম্বরে তার বাইকটি তালা দিয়ে রেখে রাতে ঘুমিয়েছিলেন। ভোরে উঠে দেখেন বাইকটি নেই। বহু খোঁজাখুঁজি করে বাইকটি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ব থানায় মামলা করেছেন।

মারার চেম্ভা

 তিনের পাতার পর দুই যুবক ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাদেরকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু গাড়িটি দুই যুবককে ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকেই দ্রুতগতিতে ছুটে যায়। তবে বিশালগড় থানার সামনে নাইট কারফিউতে নাকা আছে। আবার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানের উপস্থিতিতে নজরদারিও চলছে। কিন্তু তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। কারণ পুলিশ-টিএসআর জওয়ানদের সামনেই নাকা ভেদ করে পালিয়ে যায় ঘাতক গাড়িটি। পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা গাড়ির গতি দেখেই নিজেদের রক্ষা করে। পরে সিসি টিভির ফুটেজ থেকে গাড়ির নম্বর জানায় পুলিশ। পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা প্রাণে বাঁচলেন। কেউ কেউ কলমচৌড়া থানার দুর্গা কুমার রাঙখলের স্মৃতি উস্কে দিলেন। আবার সোনামুড়ার এসডিপিওর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাও মনে করিয়ে দিলেন। তবে সংবাদ লেখা অবধি গাড়ির সন্ধান পায়নি পুলিশ। এদিকে আহত যুবকদের তরফে জানানো হয়েছে বুধবার এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হবে। পুলিশ কী করবে তা অবশ্য জানানো হয়নি। নাইট কারফিউর রাত কেমন বিশালগড়ে তা-ও প্রমাণ হলো এ ঘটনায়। নাকা আর পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের নজরদারি কতটা দুর্বল তার-ও সাক্ষী রইলো বিশালগড়।

আগুন আতঙ্ক

 তিনের পাতার পর সার্ভিসে খবর পাঠায়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা চটজলদি সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। অন্যথায় বড় বিপদ ঘটার আশঙ্কা ছিল। কারণ পাশেই রেস্টুরেন্ট। তার পূর্ব দিকে উপমুখ্যমন্ত্রীর নিবাস। উল্টোদিকে বিয়েবাড়ি এবং পরিত্যক্ত পেট্রোল পাম্প। সবমিলিয়ে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেলো শহরের এ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটি। সাধারণ মানুষ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের কুর্নিশ জানিয়েছেন তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায়।

তা খণ্ডন করেছেন। তবে এবার?

PRATIBADI KALAM, Wednesday, 12 January, 2022, প্রতিবাদী কলম, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বুখবার, ১২ জানুয়ারি, ২০২২

সোজা সাপ্টা

চাওয়া-পাওয়া

রাজনীতি সমাজসেবা নয়, রাজনীতিতে অর্থের জোগান সবচেয়ে বড় ইস্যু। আর চাওয়া-পাওয়া ঘিরেই রাজনীতি। সুতরাং রাজনীতি বিশেষ করে যারা শাসক দলের আছেন বা শাসক দলের হয়ে কাজ করেন তারা নিশ্চয় সুযোগ-সুবিধা চাইবেন। এরাজ্যে বামেরা দেখিয়েছে যে, মিটিং-মিছিল এবং দলের হয়ে কাজ না করলে কিছু পাওয়া যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে সরকার বদলের পর লাইন দিয়ে মানুষ দল পরিবর্তন করেছেন। এখানে কিছুটা হয়তো ভয়ে বা চাপে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তিতে শাসক দলে ভিড় করেছেন মানুষ। আর ৫ বছরের একটা সরকারের ৪ বছর যখন হতে চলছে তখন যারা শাসক দলে থেকে এখনও কিছু পাননি তারা আর কতদিন অপেক্ষা করবেন? চাকুরির ক্ষেত্রে যে সমস্ত তথ্য উঠে আসছে তাতে সমস্যা আছে। সুতরাং চাকুরি না হলে অন্যভাবে টাকা চাই। আর টাকার জন্য যেকোন পথে কেউ কেউ যেতে রাজি। তবে মহাসমস্যা শাসক দলের বিধায়ক এবং পুর কর্তাদের। কেননা একজন বিডিও পর্যন্ত নাকি কোন সুপারিশ মানতে নারাজ। ফলে বিধায়ক বা পুর কর্তা হয়েও অন্যভাবে কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যারা দলবদল করেছেন, যারা গত ৪ বছর এত কাজ করেছেন তারা কেন এসব কিছু মানবেন। আর যত ভোট এগিয়ে আসবে ততই চাওয়া-পাওয়ার দাবি তীব্র হবে। তবে চোখের সামনে ৪ বছরে যখন কিছু নেতা-নেত্রী কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছেন তখন অন্যরা কেন চুপ থাকবেন ? কিছু না পেলে কেন রাজনীতি, কিছু না পেলে কেন শাসক দলের হয়ে এতো পরিশ্রম? আর এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে হয়তো আরও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে যা মোটেই কাঙ্খিত নয়।

বাধারঘাট স্পোটস স্কুলে

 সাতের পাতার পর ভর্তির জন্য নির্বাচন করলো। খবরে প্রকাশ, পশ্চিম জেলার একজনও সুযোগ না পাওয়ার পেছনে নাকি অন্য ঘটনা। এখানে নাকি খলনায়ক যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অফিসার শামিল দাস। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দফতরের ইনচার্জ শিমূল দাস। এই শিমূল দাসের নেতৃত্বে নাকি বিভিন্ন ইভেন্টের কোচরা (জুনিয়র পিআই সহ) বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খেলোয়াড় বাছাই করেন। ৩০-৩২ জনের একটি তালিকাও নাকি তৈরি করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ক্রীড়া দফতরে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম জমা পড়লেও

রক্তাক্ত যুবক

• আটের পাতার পর - রাতের

অন্ধকারে আক্রমণের ঘটনা কমলেও

আবারও শুরু হয়েছে। পুলিশ দ্রুত

এসব ঘটনায় ব্যবস্থা না নিলে

আবারও মঠ চৌমুহনি এলাকা

দুষ্কৃতিদের হাতে চলে যাবে বলে

বধু-সহ সন্তান

আটের পাতার পর - যেতে পারে

বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। তবে

গোটা বিষয় নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি

অভিযোগ উঠেছে।

একজন খেলোয়াড়কেও নাকি কোন খবর দেওয়া হয়নি। যেহেতু পশ্চিম জেলার নির্বাচিত কোন খেলোয়াড় খবর পায়নি তাই কোন খেলোয়াড় আর ভর্তি হতে পারেনি। পরে বিষয়টি অভিভাবকরা যখন জানতে পারেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অর্থাৎ এক শিমূল দাসের জন্য পশ্চিম জেলার বেশ কিছু প্রতিভা খুদে খেলোয়াড়ের জীবন নম্ট হয়ে গেলো বলা চলে। অবশ্য মহিলা সংক্রান্ত কেলেক্ষারি, আর্থিক কেলেঙ্কারি, সরকারি সম্পত্তি লুটের কেলেস্কারিতে ক্রীড়া

পারলে তাদের কি। অভিযোগ, ক্রীড়ামন্ত্রীর নাকি ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদে নজর দেওয়ার সময় হচ্ছে না। তিনি বিভিন্ন কাজ নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত। তাই ক্রীড়া দফতরের কোন কাজে তাকে আর সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। এরাজ্যের স্বপ্নের বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলে এই বছর মাত্র নয়জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ঘটনা কিন্তু প্রমাণ করলো যে, বর্তমান সময়ে রাজ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভার অভাব। বোঝা যাচ্ছে, ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্ষদ দফতর যেভাবে একের পর এক কতটা ব্যর্থ এরাজ্যে ক্রীড়া েরকর্ড গড়ে চলছে তারপর উন্নয়নের কাজে।

উত্তরপ্রদেশের পড়্রৌনা থেকে টানা তিন বার ছয়ের পাতার পর বিধানসভা ভোটে জিতেছেন তিনি। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটের আগে তিনি বিএসপি ছেডে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন। গত লোকসভা ভোটে স্বামীপ্রসাদের মেয়ে সঙ্ঘমিত্রা বদায়ঁ কেন্দ্র থেকে বিজেপি-র টিকিটে জয়ী হন। অখিলেশের তুতো ভাই ধর্মেন্দ্র যাদবকে হারান তিনি। অখিলেশ মঙ্গলবার স্বামীপ্রসাদকে দলে স্বাগত জানিয়ে টুইটারে লেখেন, 'সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাম্যের জন্য লডাই করা জনপ্রিয় নেতা শ্রী স্বামীপ্রসাদ মৌর্যজি এবং তাঁর সঙ্গে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেওয়া অন্যান্য নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানাই। সামাজিক ন্যায়বিচারের বিপ্লব হবে বাইশেই হবে পরিবর্তন।'

রেগায় ফেঁসেছে রাজ্য

হয়েছে। জানা গেছে, প্রিয়াঙ্কার বাবার সঙ্গেই রেশন কার্ড ঠিক করাতে গিয়েছিলেন ওয়ার্ডে অফিসে। সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল পায়েল এবং শুভমের। মঙ্গলবার সকাল যীষ্ণু দেববর্মা কিভাবে চুপ করে ১০টা নাগাদ এই কথা বলেই তারা আছেন কিংবা কেমন করেই দুর্নীতির বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর তথ্য সামনে আসার পরেও থেকেই নিখোঁজ তিনজনই। তাদের হেলদোলহীন নির্বিকার হয়ে সবকিছু মোবাইলও স্যুইচঅফ। কোনও খবর না হজম করছেন তা এখন মস্তবড পেয়ে আমতলি থানায় একটি নিখোঁজের প্রশ্নের মুখে এসে পড়েছে। নিন্দুকেরা অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু সত্যিই এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যীষ্ণুবাবুর কুট্টির সঙ্গে তারা গিয়েছে কিনা তাও নামও টেনে আনতে শুরু করেছেন। নিশ্চিত নন পরিবারের লোকজন। তাদের বক্তব্য, যীষ্ণুবাবুর কোনও স্বার্থ পুলিশও এই ঘটনায় এখনও কিছু না থাকলে চোখের সামনে ঢালাও পরিষ্কারভাবে বলতে পারছে না। অসঙ্গতি এবং দুর্নীতি দেখার পরেও নিখোঁজের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে। কিভাবে তিনি চুপ থাকতে পারছেন। সমাজবাদীতে এর মাধ্যমে তার চৈতন্যহীনতার বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে • **তিনের পাতার পর** বিধায়ক উঠে। এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি ব্লকের পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপি ছেডে দুটি এডিসি ভিলেজে রেগায় যে সপা-য় যোগ দেওয়ার কথা দুর্নীতির চিত্র সামনে এসেছে তা যে

২০ হাজার ৩১৫ টাকার আর্থিক

বিচ্যুতি সামনে এসেছে। ২০১৮-১৯

অর্থ বছরে সোনাইছড়ি এডিসি

ভিলেজে ৯৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫

টাকা এবং ধনঞ্জয়নগর এডিসি

ভিলেজে ৮৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭১৮

টাকার আর্থিক বিচ্যুতি সামনে আসে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সোনাইছড়ি

এডিসি ভিলেজ আগের আর্থিক

বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা নিয়ে সাধু সেজে

যায়। কিন্তু ধনঞ্জয়নগর এডিসি

ভিলেজে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ১৬

টাকার আর্থিক বিচ্যুতি সামনে এসে

যায়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে

সোনাইছড়ি নিজেকে আর সাধু

রাখতে পারেনি। এখানে ৩ লক্ষ ৭৩

হাজার ৪৭২ টাকা এবং ধনঞ্জয়নগর

এডিসি ভিলেজে ১২ লক্ষ ৩০

হাজার ৩৬৫ টাকার আর্থিক বিচ্যুতি

সামনে চলে আসে। বিগত ৩টি অর্থ

বছরে রেগায় এই নজিরবিহীন বিচ্যুতি

সামনে এলেও রেগা মন্ত্রী চুপ। চুপ

জানিয়েছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই বিধায়ক রোশনলাল বর্মা এবং ভগবতীপ্রসাদ সাগর। এর পর স্বামীন্সদা-ঘনিষ্ঠ বিজয় প্রজাপতি, বিনয় শাক্যও বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের আগে এমন ঘটনা বিজেপি-র 'বড় ধাকা' বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। এই আবহে পাওয়ার

মঙ্গলবার দাবি করেন, বিধানসভা

ভোটের আগে বিজেপি-র অন্তত ১৩

জন বিধায়ক দলত্যাগ করে

অখিলেশ-শিবিরে শামিল হবেন। পুলিশ শিবির

 সাতের পাতার পর পুলিশের মতো দলের বিরুদ্ধেও যে ফুটবলার নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারে না তাকে নিয়ে আর কি বলবো। আমি মনে করি, এই বিদেশি ফুটবলারের চেয়ে স্থানীয়রা অনেক বেশি কার্যকর হবে। তবে বিষয়টা ক্লাব কর্তাদের উপর নির্ভরশীল। তারা যা ভালো বুঝবে তা করবে। আমি শুধু আমার মতামতটা জানিয়ে রাখলাম।

কেলেঙ্কারির চিত্র তুলে ধরা হলেও এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতাও নানা প্রশ্নচিহেন্র জন্ম দিয়েছে। কারণ, ডবল ইঞ্জিনের সরকারে এ জাতীয় কেলেস্কারি সরকারের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যহত করে দিচ্ছে। যতদূর খবর, এই তিনটি অর্থ বছরেই যে পরিমাণ শ্রম দিবসের চিত্র দেখানো হয়েছে এর বেশিরভাগেরই কোনও কাজ হয়নি। যেখানে ১০০ দিন কাজ হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে সেখানে কাৰ্যত কাজ হয়েছে মাত্র ১৫ দিন। বাদবাকি ৮৫ দিনই হাওয়া। সোশ্যাল অডিটের তথ্যকে সামনে রেখে কোনও নিরপেক্ষ এজেন্সি দিয়ে সরকার তদন্ত করালে শুধুমাত্র ৪৬ মাসের এই সরকারের কারো চোখ ছানাবড়া করে দিতে যে কেলেঙ্কারি সামনে আসবে তা পারে। ঋষ্যমুখ ব্লকের সোনাইছড়ি রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং এবং ধনঞ্জয়নগর এডিসি ভিলেজে নজিরবিহীন কেলেঙ্কারি হয়ে উঠতে শুধুমাত্র রেগায় ১ কোটি ৯১ লক্ষ পারে বলেও অভিমত।

অস্বীকার করা হয়েছে। উধ্বের্ব ফুটবল !

• প্রথম পাতার পর হয়ে পড়ছে। মানুষের প্রশ্ন, হঠাৎ করে রাজ্য সরকার কেন ফুটবলকে সমস্ত বিধিনিষেধের বাইরে রাখতে গেলো? এর পেছনে কি কোনও জটিল অংক রয়েছে? যার সমাধান হয়তো রয়েছে রাজ্য সরকারের শীর্ষ নেতাদের কাছে। যেভাবে চলছে সবকিছু তা মোটেই কাম্য নয়। জঙ্গলের পশুদের মধ্যেও একটা শুঙ্খলা থাকে। ক্ষিধে না পেলে কখনই বাঘ শিকার করে না এবং বাঘ যদি শিকার না করে তা হলে পুরো ইকোলজিই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতাবান লোকেরা কোনও ইকোলজিক্যাল সায়েন্সের ধার ধারে না। তাই মানুষই মানুষ শিকারে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ হলো উমাকান্ত মাঠের ফুটবল প্রতিযোগিতা। সরকার যেন বুঝিয়ে দিতে চাইছে এই মুহুর্তে জীবনের ঊর্ধের্ব ফুটবল। মানুষ বেঁচে থাকুক বা না থাকুক ফুটবল চলতেই থাকবে।

রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ৭,২৩, হয়েছে ১৪৬ জনের। আর ৬১৯ জন। দৈনিক পজিটিভিটি মুখ্যমন্ত্রীও। প্রতিবাদী কলম-এ প্রায় । রেট ১৩.২৯ শতাংশ। গত ২৪

 ছারের পাতার পর করোনা ঘণ্টায় দেশে করোনায় মৃত্যু ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৪,

 প্রথম পাতার পর আরো বাহারি পরিকল্পনা। সময় নিরন্তর প্রবাহে এগিয়ে যেতে থাকলো। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা বীরবিক্রমের আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেকের সময় বাংলার গভর্নর মিস্টার জ্যাকশন সাহেব সস্ত্রীক আগরতলা সফরে এসেছিলেন। সে সময় জ্যাকশনের সম্মানার্থে যে পাকা তোরণটি নির্মিত হয়েছিলো, তার নাম জ্যাকশন গেট। শহরের খোশবাগে একটি চিডিয়াখানাও গডে উঠেছিলো তখন। এর প্রথম পরিচালক ছিলেন রমন দেববর্মা। ১৯২৯ সালে এই শহরেই ত্রিপুরাসুন্দরী টকিজ নামে একটি সিনেমা হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তখন ১লা বৈশাখ মেলারমাঠে এক মাসব্যাপী মেলা বসতো। রাজধানী আগরতলায় রাস্তায় গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান নিয়েছে। প্রাচীন তথ্যাদি সূত্রে জানা যায়, মহারাজা রাধাকিশোরের রাজত্বকালেই আগরতলার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ছিল। তখন অবশ্য কেরোসিনের হারিকেন লর্চন ঝুলিয়ে দেওয়া হতো রাস্তার মোড়ে মোড়ে। পরবর্তী সময় বীরেন্দ্রকিশোর ও বীরবিক্রমের রাজত্বকালে কেরোসিন লষ্ঠনের স্থান নেয় গ্যাসের বাতি। রাজধানীর প্রধান রাস্তার পাশে তখন জ্বলতো গ্যাসের বাতি। মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে এই কাজ করা হতো। ১৯৪৫ সালের পর থেকে আগরতলার রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে। সেই সালেই 'আগরতলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং' সর্বপ্রথম গ্যাসবাতির সাহায্যে শহরের রাস্তাঘাট আলোকিত করার ব্যবস্থা করে। সে সময়ই মহারাজা কিরীট বিক্রমের পিতা বীরবিক্রম নিজে উদ্যোগ নিয়ে শহরকে অন্যভাবে আলোকিত করার স্বপ্ন দেখেন। 'বিদ্যুৎ' শব্দটি তখন সকলের কাছেই এক অলীক স্বপ্ন। মহারাজা নানা কাঠখড় পুড়িয়ে শহরকে আলোকিত করার চেষ্টা করেন। তিনি রাজকোষ থেকে অর্থ নিয়ে ও অন্য আরো অনেকের সাহায্যে বিদেশ থেকে জেনারেটর আনিয়েছিলেন। সে সময়কালে বহু অর্থব্যয়ে জেনারেটর যখন রাজ্যে এসে পৌঁছয়, তখন সত্যি অর্থেই এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত শহর আগরতলার জন্য। যে কোনও জনপদেরই পরিবর্তন ঘটে। বাড়ে লোকসংখ্যা, অট্টালিকা আর রাস্তাঘাট। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধের শেষ দিকে মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বর্তমান আগরতলায় তার রাজধানী স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তী রাজা ঈশানচন্দ্র নতুন রাজধানীতে রাজপ্রসাদ নির্মাণ করলেও গৃহপ্রবেশের পরদিনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তারপরে সিংহাসনে বসেন বীরচন্দ্র। তিনি রাজত্বকালে বেশিরভাগ সময়ই পুরান আগরতলা থেকে রাজকার্য চালিয়েছেন। নতুন রাজধানী তখন থেকেই সেজে উঠতে থাকে। যোগ হয় 'বিদ্যুৎ'। বীরবিক্রমের রাজত্বকালে এই শহর আধুনিক শহরের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এমন বহু ইতিহাসে সমৃদ্ধ এই শহর এবং রাজ্য। ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা ইতিহাস মলিন হয়ে যাচ্ছে। এই শহরের গায়ে নানা অলঙ্কার জুড়ছে, বাড়ছে

দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ নেই,

স্কুল-কলেজও একেবারে বন্ধ না,

তবু টেট"র স্ক্রুটিনি বন্ধ করে দেওয়া

হয়েছে। সারা দেশে যখন বেশ

কিছুদিন ধরেই কোভিড আবার

বাড়ছে, তখনও সরকারি

আয়োজনে ব্যাপক জন সমাগম

করানো হয়েছে, মাস্ক ছাড়া রাস্তায়

হাঁটছেন মন্ত্রী, পারিষদরা, এই দৃশ্যও

দেখা হয়েছে। বাড়-বাড়স্তের

প্রাথমিক লক্ষণের সময়ে দ্রুত

আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, মাত্রই

নাইট কারফিউ ইত্যাদি চালু হয়েছে,

কিন্তু টেট"র স্কুটিনি চালু রাখা

হয়নি। এক তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে

বড় জায়গায় স্কুটিনি চালু রাখাই

যেত। অভিযোগ, সুযোগ পেয়েই

চাকরির রাস্তা আটকে দেওয়া হল,

স্ক্রটিনি না করা মানে চাকরি

প্রক্রিয়াও পেছনে ঠেলে দেওয়া।

নিয়োগপত্র শীঘ্রই

প্রথম পাতার পর সার্টিফিকেট,

রিটেন টেস্ট'র অরিজিনাল

অ্যাডমিট কার্ড, ট্রেডসম্যানদের

সংশ্লিষ্ট কাজের অন্তত দুই বছরের

অভিজ্ঞতার কাগজ, মেসমানির

জন্য দুই হাজার টাকা, এই টাকা

অবশ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সরকারি

কর্মচাটির ক্ষেত্রে এনওসি, ব্লাড

গ্রুপের কাগজ, ইত্যাদি কাগজ

আনতে হবে। কোভিডের জন্য

আরটিপিসিআর টেস্টের কাগজ

লাগবে। কেউ পজিটিভ হলে

কোভিড যেদিন নেগেটিভ হবে,

তার ১৫ দিনের মধ্যে তাকে যোগ

দিতে হবে। এই সমস্ত নির্দেশ

ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েব সাইটে

দেওয়া আছে। টিএসআর''র

এআইজি প্রবীর মজুমদার এই

টিএসআর বাহিনীর নিয়োগ নিয়ে

প্রচন্দ্র তৈরি হয়েছে

রাজ্যের বেকারদের মধ্যে।

অভিযোগ উঠেছে টাকার

বিনিময়ে নির্বাচনের। এই নিয়ে

যারা নির্বাচিত হননি তারা

আগরতলায় বিক্ষোভ করেছেন।

সরকার পক্ষে অবশ্য সব অভিযোগ

নোটিশ জারি করেছেন।

কলেবর। রাজন্য যুগের নানা কীর্তিচিহ্ন হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায় ঠিক যেমন হারিয়ে যেতে বসেছে মহারাজা বীরবিক্রমের আমলে অনেক কস্টে আনা শহরের প্রথম 'বিদ্যুৎ-চিহ্নু'গুলো। এই জেনারেটরগুলো অনায়াসেই বাঁচিয়ে রাখা যায়। এগুলোকে আর্কাইভ করলে সত্যি অর্থেই 'মান' বাড়বে এই শহরের। কমবে না। বাম আমল রাজনৈতিক কারণেই রাজন্য আমলের ইতিহাসকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আর রাম আমলে তো এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার লোকই নেই। শহর বা রাজ্যের ইতিহাস জানে, সাল-তারিখ সহ এই শহর বা রাজ্যের ইতিহাস বলতে পারবে, এমন 'আসল' শিক্ষিত নেতা এই আমলে কে আছেন ? হয়তো সে কারণেই গুরুত্ব নেই ইতিহাসের। হারিয়ে যাচ্ছে একেকটি স্মৃতি। হয়তো হারিয়ে যাবে রাজণ্য আমলের স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী জেনারেটরগুলোও। এই খবর প্রকাশের পর বিষয়টি নিয়ে সরকারি মহলে কোনও হেলদোল হয় কিনা,

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ'র বড় অংশই সরকারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে প্রাক্তন রাজ পরিবার। সেই অংশে বহুদিন বসেছে বিধানসভা, সেই মত ছিল সাইনবোর্ডও। সেই বিধানসভায় মন্ত্রী ছিলেন প্রাক্তন রাজ পরিবারের সদস্য বিভূকুমারী দেবী। যখন উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের এই অংশে সরকারি মিউজিয়াম নিয়ে যাওয়া হয়, তখন যেমন সামনের রাস্তার সংশ্লিষ্ট অংশের নাম হয় উজ্জয়ন্ত চক, তেমনি বিশাল সরকারি দালানে শুরু হওয়া বাজারের নামও উজ্জয়ন্ত মার্কেট রাখা হয়, যদিও মুখে মুখে সেই বাজারের নাম অন্যকিছুই ছিল। তখন প্রদ্যোত দেববর্মন উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের নাম বদলে দেওয়া হচ্ছে বলে প্রচুর শো-ডাউন করেছিলেন, যদিও নাম বদলের কোনও সিদ্ধান্ত ছিল না তখনকার সরকারের। তেমন কোনও প্রমাণ দেখাতে না পারলেও মোমবাতি হাতে নিয়ে কিছু শহরে ছেলে-মেয়ে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন তিনি। অবশ্য সেই সরকারি মিউজিয়ামের নাম রাজাদের আমলের সাথে মিলিয়ে যেন রাখা হয়, সেই বাসনাই প্রকাশ পেয়েছিল। রাজন্য আমলের যে পাওয়ার জেনারেটর দিয়ে রাজবাডি ও তার আশপাশের কিছু এলাকায় ইলেক্ট্রিক আলো জালানো হত, সেসব জেনারেটর বিক্রি হয়ে গেছে। সেগুলি এখন আর ইলেক্ট্রিক তৈরির কাজে না লাগলেও, ঐতিহাসিক স্মারক হিসাবে সংরক্ষণযোগ্য। রাজ্যের প্রথম দিকের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ইতিহাস শেষ হয়ে যাচ্ছে লোহালক্কড় হিসাবে। এখন এই নিয়ে ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কোনও আওয়াজ নেই। বিধানসভা ভোটে কোনও জাতীয় দলের হাত ধরতে না পারলে মুখিয়ার ক্ষমতাও শেষ হয়ে যাবে, এই বুঝেই এই নিস্তন্ধতা কিনা, প্রশ্ন তো থাকবেই। (খবরের তথ্যাদি 'ইতিহাস-ঐতিহ্যে রাজধানী আগরতলা', 'আগরতলার ইতিবত্ত' এবং

'শতাব্দীর ত্রিপুরা' বইণ্ডলো থেকে নেওয়া।)

সর্বদাই ফুলকপি ও বাঁধাকপির

টেটর স্ক্রীটীন বন্ধ! প্রথম পাতার পর ভলান্টিয়ার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জানুয়ারি।।

চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এবছর অকাল বর্ষণের ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অকাল বর্ষণের ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে শীতকালীন

ফসল চাষিদের। বিশেষ করে ফুলকপি ও বাঁধাকপির ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে চাষিদের। বিশেষ করে শীতকালে

বাইশঘড়িয়া এলাকায় অধিকাংশ कृषकरमत जीविका निर्वारङ्ग একমাত্র সম্বল হলো শীতকালীন ফুলকপি ও বাঁধাকপি চাষ। কারণ

বাইশঘড়িয়া এলাকার কপি চাষিদের। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বাইশঘড়িয়া এলাকার প্রদীপ ঘোষ নামে এক কপি চাষি জানান, উনার পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র সম্বল এই শীতকালীন ফুলকপি ও বাঁধাকপি চাষ।এ বছর বৃষ্টির ফলে তাদের কপি ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া এবছর বাজারে ফুলকপি ও বাঁধাকপির দামও অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাইশঘড়িয়া এলাকার ওই কৃষক আরো জানায় যে, সরকার যদি একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে অনেকটাই উপকৃত হবে।

বাইশঘড়িয়া এলাকা থেকে গোটা

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রফতানি

করা হয় বাঁধাকপি ও ফুলকপি। কিন্তু

এ বছর অকাল বর্ষণের ফলে ব্যাপক

ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে

নাইট কারাফডতে রাতভর অকেপ্তা

• প্রথম পাতার পর জারি করেছে। পাশাপাশি মাস্কের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সহ কোভিড বিধি পালনে রাজ্যবাসীকে উদ্বদ্ধ করে চলেছে। তার পরেও মঙ্গলবার রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৫৭৯ জন। প্রতিদিন এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এরমধ্যেই চলছে নানা মেলা, নানা কোলাহল। আগরতলায় কোথাও বইমেলা, কোথাও এক্সপো রমরমিয়ে চলছিলো। প্রতিবাদী'র খবরের জেরে প্রশাসনের নির্দেশে মঙ্গলবার মেলার স্টলগুলির ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হয়।এর পাশাপাশি মধ্যরাত পর্যন্ত অর্কেষ্ট্রা চলছে আনন্দনগরে। এখানকার সুলতান শাহ দরগায় ৯ তারিখ উদ্বোধন হয়েছে সংহতি মেলার। আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে দেদার সাংস্কৃতিক আয়োজন করা হয়েছে। যতদূর জানা গেছে, এলাকার বিধায়ক হিসেবে এই মেলার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা সূর্যমণিনগরের বিধায়ক তথা বর্তমান মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি এই মেলার আয়োজক। তার উৎসাহ

উদ্দীপনাতেই এই মেলা এখন দক্ষিণ জেলার চন্দ্রপুরের সংহতি মেলার পরিপুরক হয়ে উঠেছে। এবারেও এই মেলার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক তিনি। মেলা উদ্বোধন করার কথা ছিলো খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র। যদিও শেষ মুহুর্তে রামপ্রসাদবাবুই মেলার উদ্বোধন করেছেন। কোভিড নিয়মবিধি এবং নাইট কারফিউ চলার আগে যেভাবে অনুষ্ঠানমালা সাজানো হয়েছিলো কোভিড বিধি লাগু হওয়ার পর এতে আর কাটছাঁট করা হয়নি। সেই সূচি মেনেই মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যস্তও চলেছে চটুল হিন্দিগানের আসর। আর গ্রামীণ এলাকার মানুষেরা কোভিডের হুঙ্কার ভুলে গ্রামশুদ্ধ ভেঙে পড়েছে সেই অর্কেষ্ট্রার আসরে। কারো মুখে মাস্কের বালাই নেই, নেই সামাজিক দূরত্ব বিধি। গানের আসরে হিন্দি গানে নেচে চলেছেন অর্কেষ্ট্রা পুরুষরা। আর মাঠ জুড়ে গ্রামীণ মানুষেরা আনন্দে গা ভাসিয়েছেন কোমর দোলাতে দোলাতে। কিন্তু তাদের মাথায়ও নেই এদিনই রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫৭৯

জন। সতৰ্ক না হলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সদর মহকুমা প্রশাসনের নজরদারি কিংবা পুলিশি তৎপরতা এখানে শূন্য। কিভাবে নাইট কারফিউ চলাকালীন এমন জলসা বসতে পারে। থানাই বা কেন অবশ হয়ে যায় মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট এক্ষেত্রে কোথায় মুখ লুকিয়েছে। সংহতি মেলার এই গানের জলসায় কিছু কাটছাঁট করা হলে কোনওভাবেই সংহতি মেলার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হতো না কিংবা এই মেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করলে, মানুষকে করোনার বিপদ সম্পর্কে বোঝাতে পারলে সংক্রমণ আরও অনেক কমে যেতো। কিন্তু তা না করে স্বাভাবিক সময়ের মতো গান বাজনার আসরে আস্ত গ্রামবাসীকে নিয়ে মেতে থাকার ফলে করোনা সংক্রমণ যেন গোটা এলাকার মানুষকেই চোখ রাঙাচ্ছে। ঠিক কি কারণে প্রশাসন এক্ষেত্রে বিপদ বুঝেও নীরবতা পালন করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ভাঙলেন মানিক

 তিনের পাতার পর
ঐতিহাসিক ভাষণ রেখেছেন— যা শুধু দলের মধ্যে চর্চিতই হয়নি, দলের বাইরেও বিরোধীরা ইস্যু পেয়েছে। আর এই ঐতিহাসিক ভাষণটি রেখেছিলেন রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবনে লেনিনের জন্মদিনেই। সেদিন তিনি বলেছেন, সিপিএম ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা। তবে এর ব্যাখ্যা তিনি দিলেও বিরোধীরা এই কথাটি এখনও জিইয়ে রেখেছেন। রাজ্যের বাইরে মানিক সরকার বলেছিলেন, তার আমলে ত্রিপুরায় স্বর্ণযুগ চলছে। পরে অবশ্য

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন ডিঙিয়ে

'উপজাতি' শব্দটিকে সরিয়ে জনজাতি কল্যাণ দফতর যে কারণে করা হয়েছে, তার ভাবার্থকে ভেঙে দিয়ে ছে চুরমার করে নোটিফিকেশনটি। তাতে লেখা আছে, দফতর বিশ্বনাগরিকদের কাছ থেকে 'আইডিয়াস এভ সাজেশানস' চাইছে। অর্থাৎ এ রাজ্য, দেশ এবং বিশ্বের সকল অংশের নাগরিকদের কাছ থেকে রাজ্যের জনজাতিদের উন্নতির জন্য মতামত এবং ভাবনা চাওয়া হয়েছে। কিভাবে একটি সরকারি দফতর এরকম একটি বিজ্ঞাপন জারি করতে পারে তা বোধগম্য হচ্ছে না

হয়েছে, সমস্ত অংশের নাগরিকদের কাছ থেকেই মতামত চাওয়া হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়াটিকে গণতান্ত্রিক একটি পদ্ধতি বলে দাবি করেছে উক্ত নোটিফিকেশন। ত্রিপুরা জনজাতি কল্যাণ দফতরের ওয়েবসাইটে মতামতগুলো দেওয়া যাবে বলা হয়েছে। ওয়েবসাইটে লগইন করে জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখ থেকে যে কেউ নিজেদের মতাতম লিখতে পারবেন। তবে, কবে পর্যন্ত লিখতে পারবেন, তা বলা হয়নি নোটিফিকেশনে। দফতরের অধিকর্তা ডা. বিশাল কুমার নিজে স্বাক্ষর করে এই

েনাটিফিকেশনটি জারি করেছেন। 'সিটিজেনস্ ফ্রম অল ওয়াকস অব নোটিফিকেশনটিকে ঘিরে মূলত তিনটি বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এক ঃ একদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন ২০৪৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যকে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'ভাবনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন বুনে চলেছেন, তখন সরকারের নির্দিষ্ট একটি দফতর থেকে শুধুমাত্র 'ট্রাইবাল পিউপল'দের উন্নতির জন্য সরকারি নোটিফিকেশন কিভাবে হতে পারে ? দুই ঃ জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখ থেকে যে কেউ এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু কবে পর্যস্ত ? তার কোনও তারিখ নেই কেন? তিনঃ ফেলেছেন।

লাইফ আর ওয়েলকাম'---এই লাইনটিতে শুধুমাত্র কি রাজ্যের নাগরিকদের বোঝানো হয়েছে? সারা দেশের ? নাকি পৃথিবীর ? ইংরেজি যারা বোঝেন, তারা মানবেন বিজ্ঞাপনের ভাষা বলছে সারা পৃথিবীর নাগরিকরা এই প্রক্রিয়াটিতে অংশগ্রহণ করতে পার বেন। মূল বিষয় হলো দফতরের মন্ত্রী বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন তো? নাকি ড. বিশাল কুমার নিজের মতো করেই এই বিজ্ঞাপন জারি করে

পৃষ্ঠা 💟

স্মার্টসিটির ক্যামেরার নিচে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। নাইট কারফিউ ফিরতেই রাতের আঁধারে চুরি শুরু হয়ে গেলো। চুরি হয়েছে দুর্গা চৌমুহনির স্মার্টসিটি সিসি ক্যামেরার নিচের দোকান। চোর যেন বাছাই করেই সিসি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে দোকানের দরজা ভেঙে চুরি করেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সিসি ক্যামেরা লাগানোর অর্থ কি জানতে চেয়েছে। এই সিসি ক্যামেরা দিয়ে পুলিশ কি দেখে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া পুলিশের নাইট পেট্রোলিং কোথায় হয় এই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। চুরিটি হয়েছে গৌতম দেবের দোকানে। দোকানের দরজা ভেঙে চোর প্রায় ২৫ হাজার টাকার সিগারেট-সহ ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ প্রায় ১৩০০ টাকা চুরি করে নিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে দোকানে আসতেই দরজা ভাঙা দেখতে পান গৌতম। রাস্তার পাশেই দরজা ভেঙে চুরিটি হয়েছে। তিনি জানান, বাজারে এই নিয়ে ৮ থেকে ১০টি দোকানে চুরি হয়েছে। রাতে বাজারে নাইট গার্ড থাকে। এছাড়া পাশেই রামনগর পুলিশ ফাঁড়ি। পুলিশ রাতে এলাকা দিয়ে টহল দেওয়ার কথা। কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরে দরজা ভেঙে দোকানে চুরি হয়ে গেলো অথচ দেখতে পেলো না পুলিশ। এটা কিভাবে হয় ? সিসি ক্যামেরার নিচেই দোকানটি। রাজ্য পুলিশ দাবি করে থাকে, স্মার্টসিটিতে ২৪ ঘণ্টা ক্যামেরার নজরে থাকে শহরের রাস্তাঘাট। অথচ চুরির ঘটনাটি ক্যামেরায় দেখতে পেলো না ত্রিপুরার 'আনস্মার্ট' পুলিশ। প্রসঙ্গত, করোনা কারফিউতে নৈশকালীন কারফিউ জারি হতেই গত দুই বছর ধরে চুরি বেড়েছে।



গভাছড়া বন বিভাগের রইস্যাবাড়ি বিট অফিসের অন্তর্গত নারিকেল কুঞ্জ এডিসি ভিলেজের কীর্তি ভূষণ পাড়া, চিত্ত পাড়া প্রভৃতি এলাকার শতশত কানি বনাঞ্চল একেবারে সাফ। ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের সেণ্ডন, গামাই , মড়ই সহ বিভিন্ন মূল্যবান গাছের গুঁড়িগুলি বনদস্যুদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রত্যেক দিন এইসব গাছের লগ লরি বোঝাই হয়ে নতুনবাজার যতনবাড়ির বিভিন্ন পথ ধরে পাচার হচ্ছে। বিট অফিসের মানুষ-সহ গন্ডছড়া বন বিভাগের ছোটবড় সব আধিকারিকরাই এই বন ধ্বংসে যুক্ত থাকায় অবাধে এই ধ্বংসযজ্ঞ চলছে বলে অভিযোগ।

পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত বিএসএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বকানগর, ১১ জানুয়ারি ।। পাচারকারীদের রুখতে গিয়ে জখম বিএসএফ। সীমান্তে পাচারকারীদের র খতে গিয়ে দুই দেশের জওয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পাচারকারীদের আক্রমণে জখম এক বিএসএফ জওয়ান। আহত জওয়ানের নাম শশী দল। তাকে বাঁচাতে ছুটে যান বিএসএফ'র একটি টিম। মঙ্গলবার বিকালে সোনামুড়ার রহিমপুরের আশাবাড়ি সীমান্তে এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়ে আছে। বাংলাদেশি পাচারকারীদের রুখতে গিয়েই এই সংঘর্ষ। ঘটনা ঘিরে বিএসএফ এবং বিজিবির উচ্চপদস্থ অফিসাররা বৈঠক করতে পারেন বলে জানা গেছে। এলাকা সূত্রে খবর, আশাবাড়ি সীমান্ত পাচারকারীদের জন্য বরাবরই স্বর্গ রাজ্য হিসেবে পরিচিত। এই সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত পাচার হয়। বিএসএফ

গত কয়েক মাস ধরে এই সীমান্তে অভিযান করে বহু পাচার সামগ্রী আটক করেছে। মঙ্গলবারও ১৫৬ नः (१४ फिट्स वाः नारम् । পাচারকারীদের ধাওয়া করেন চারজন বিএসএফ জওয়ান। তারা ১৫০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ান। বিএসএফ'র ধাওয়া খেয়ে পাচারকারীরা কোনওভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। চার জওয়ানও তাদের পেছনে পেছনে বাংলাদেশ ছুটে যায়। তখন ঘড়িতে প্রায় ৩ টা বেজে ১০ মিনিট। সীমান্তের ওপারে পাচারকারীদের বাঁচাতে বিএসএফ'র ঢিল ছোঁড়া শুরু হয়ে যায়। ছুটে আসেন বিজিবি'র জওয়ানরাও। পাচারকারীদের ঢিলে জখম হন এক জওয়ান। বিজিবি এবং বাংলাদেশের স্থানীয় গ্রামবাসীরা মিলে চার জওয়ানকে আটক করে রাখে। চলতে থাকে বিএসএফ এবং পাচারকারীদের বাঁচাতে আসা

গ্রামবাসীদের কথা কাটাকাটি সংঘর্ষের মধ্যেই রাজ্য থেকে বিএসএফ'র একটি টিম ছুটে যায়। এই সুযোগেই বাংলাদেশি পাচারকারীরা এবং তাদের সমর্থকরা পালিয়ে যায়। পিছিয়ে যায় বিজিবি'র জওয়ানরাও। এই ঘটনা ঘিরে রহিমপুর সীমান্তের পরিস্থিতি উত্তেজিত হয়ে আছে। বিএসএফ সীমান্তে টহল বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা আবার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে। মাত্র কয়েকজন পাচারকারীর জন্য বাংলাদেশিরা এসে রাজ্যে প্রবেশ করে বিএসএফ'র উপর আক্রমণ করার সাহস দেখাচেছ। এই ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না বিএসএফ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এলাকাবাসীরাও। তারা চাইছেন কোনওভাবেই যাতে বাংলাদেশের পাচারকারীদের রাজ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়।

বিজেপি'র পাঁচ বিধায়ক

সমাজবাদীতে

লখনউ, ১১ জানুয়ারি।। বিধানসভা ভোটের আগে ভাঙনের ঢল নামবে বিজেপি-তে। মঙ্গলবার এমনই পূর্বাভাস দিয়েছেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। তাঁর দাবি, পদ্ম-শিবিরের অস্তত ১৩ জন মন্ত্রী-বিধায়ক যোগ দেবেন সমাজবাদী পার্টিতে। মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ছেড়েছেন মন্ত্ৰী স্বামীপ্ৰসাদ মৌৰ্য-সহ পাঁচ বিধায়ক। স্বামীপ্রসাদ যোগ দিয়েছেন অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (সপা)-তে। স্বামীপ্রসাদের সঙ্গেই মঙ্গলবার 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

এসপিও নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর্তলা, ১১ জান্য়ারি।। বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদন আহ্বান করে ইন্টারভিউ নিয়ে তা বাতিল করা হল, তারপর সাধারণভাবে আবেদন পত্র আহ্বান না করে, থানাবাবুদের দিয়ে নাম পাঠিয়ে এসপিও নিয়োগ করা হচ্ছে। চৌদ্দশ এসপিও নিয়োগ করা হচ্ছে এই রকম অভূতপূর্ব উপায়ে। কলমের শক্তি কাগজ এই খবর করেছিল এক্সক্লুসিভভাবে। ১২৯২ জনের নামের তালিকা বের হয়েছে, বাকী আছে আর ১০৮ জনের নাম। তারমধ্যেই খবর পাওয়া গেছে, থানাবাবুদের দিয়ে যে নাম পাঠানো হয়েছিল, তেমন সবাই চাকরির তালিকায় জায়গা পাননি, বরঞ্চ থানা থেকে না পাঠানো নামও আছে তালিকায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রকমভাবে এসপিও নিয়োগ মানে দলীয় লোকদের পুলিশের মত দফতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার মতলব বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিজ্ঞাপন দিয়ে এসপিও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ইন্টারভিউ নেওয়ার পর, তা বাতিল করে দেওয়া হয়, বদলে ঠিক করা হয় যে থানা থেকে এলাকার যুবকদের নাম পাঠানো হবে উপরে। সেই নাম ধরে। প্রার্থী ঠিক করে চাকরি দেওয়া হবে। সরকারি টাকায় বেতন দেওয়া হবে, কিন্তু যে কেউ আবেদনের সুযোগ পেলেন না। এইরকম অদ্ভতভাবে লোক নিয়োগের কথা। আগে কেউ শুনেননি। এই ধরণের প্রক্রিয়ায় এসপিও পদে নাম তালিকাভুক্ত হতে স্বচ্ছতার ব্যাপারে প্রশ্ন থাকে. প্রশ্ন থাকে সরকারি টাকায় যেখানে বেতন দেওয়া হবে. সেখানে সাধারণভাবে আবেদন পত্র আহ্বান না করে কী করে চাকরি দেওয়া যায়। তারপরেও অভিযোগ উঠেছে থানার তালিকার প্রার্থীও সবাই নির্বাচিত হননি, যোগ্যতার প্রশ্নে কেউ যদি বাতিল হয়েও থাকেন, নাম যাদের পাঠানো হয়নি, তাদের নাম কী করে নির্বাচিতজনের তালিকায় থাকে! এয়ারপোর্ট থানা থেকে ২০ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল, সেই থানার জন্য তাদের থেকে ১৬ জন নিৰ্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে না পাঠানো নামও তালিকায় আছে বলে যেমন অভিযোগ আছে, তেমনি যে থানায় মামলা আছে যার নামে, তেমন ব্যক্তিও সেই থানার জন্যই নির্বাচিত হয়েছেন বলে অভিযোগ আছে।

অ্যান্টিজেন টেস্টে। ভয়ানক অবস্থার পথে পশ্চিম জেলা। এই জেলায় মঙ্গলবার ৩৯৩জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এছাড়া সিপাহিজলা জেলায় ৩০, খোয়াই জেলায় ১৩, গোমতী জেলায় ৩১, দক্ষিণ জেলায় ৪৪, ধলাই জেলায় ২১, ঊনকোটি জেলায় ২৮ এবং উত্তর জেলায় ১৯জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। গোটা রাজ্যেই দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৩২জনে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৮২৮জন সংক্রমিত মারা গেছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৩জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন আরও ২৭৭ জন। এদিকে মঙ্গলবার শহর ঘুরে দেখেছেন সদর মহকুমা শাসক। মহকুমা নিভূতবাসে রাখা হয়েছে।

এক লাফে আক্রান্ত ৫৭৯ দেখেছেন। যদিও বাজারগুলিতে কোনওভাবেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ছিল না। প্রশাসনের টিম মার্কেট হলগুলিও ঘুরে দেখেছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম যাতে ইচ্ছে করে কালোবাজারীরা বাড়িয়ে না দেয় তার আবেদন করেছেন মহকুমা শাসক। মুখ্যমন্ত্রীও ভিডিও বার্তায় বলেছেন, রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী রয়েছে। কারোর আতঙ্কিত হতে হবে না। খাবারের কৃত্রিম সংকট তৈরি না করতে তিনি আবেদন করেছেন। অন্যদিকে এক লাফে ৫৭৯ করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ায় রাজ্যবাসীদের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ওমিক্রনের ভাইরাস শনাক্ত হয়নি। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিমানযাত্রী র্য়েছেন বলে জানা গেছে। সোমবারও ৫ বিমানযাত্রী করোনা সংক্ৰমিত শনাক্ত হয়েছিল। জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এবং তাদের এডিনগরে সরকারি

অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। বাকিদের আরটিপিসিআর পরীক্ষা হয়। পদ্ধতিতে আরটিপিসিআর -এ ৪২জন

পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। টেস্ট

বাড়তেই রাজ্যে করোনা আক্রান্তের

সংখ্যা এক লাফে তিনগুণের উপর

বেড়ে গেছে। মঙ্গলবার ২৪ ঘণ্টায়

৫৭৯জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত

হয়েছেন। গত চার মাসে ২৪ ঘণ্টায়

এটাই সর্বোচ্চ করোনা আক্রান্ত

রোগীর সংখ্যা। সংক্রমণের হার

ছিল ৭ দশমিক ০৯ শতাংশ।

করোনায় আতঙ্কিত না হতে

আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্ৰী

বিপ্লব কুমার দেব। তিনি নিজেও

একটি ভিডিও বার্তায় এই আবেদন

করেছেন। মঙ্গলবার রাতে

নৈশকালীন কারফিউ দেখতে

জেলাশাসক শহর ঘুরে দেখেছেন।

স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার

২৪ ঘণ্টায় ৮ হাজার ১৬৬ জনের

সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের

মধ্যে ৭ হাজার ৭১ জনের



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাত পেলেন না জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ শিক্ষক প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে গিয়েছিলেন জয়েন্ট মৃভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩'র চার প্রতিনিধি। এর আগে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অধিকর্তা

থেকে সদুত্তর না পেয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা শিক্ষা ভবন ঘেরাও করে রাখে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির প্রতিনিধিরা। নেতৃত্বে ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ সাহা, কমল দেব, ডালিয়া দাস, দীপঙ্কর দেববর্মা-সহ আরও কয়েকজন। কমল দেব জানান, আমাদের কেন চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে এর জবাব আমরা চাইছিলাম। শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ছাঁটাইয়ের কারণ জানতে আগেও চিঠি দিয়েছি।উচ্চ আদালতে রায়ের কোন্ প্যারা মুলে আমাদের চাকরি গেছে এর জবাব জানতে চাইছি। কিন্তু আমাদের এই জবাব দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী ১০৩২৩ চাকরি নিয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্টও জনসমক্ষে পেশ করা হচ্ছে না। সবটাই গোপন রাখা হচ্ছে। এই তদস্ত কমিটির রিপোর্ট দ্রুত সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশ করা হোক বলে দাবি করেছেন কমল।

সম্মেলনের বিধি ভাঙলেন মার্



আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। প্রকাশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। এই কমিউনিস্টদের গণ্ডির মধ্যেই ভাষণ সাংবাদিকদের কভার করার কমিউনিস্ট নেতাদের থাকতে হয়। 'গাইড লাইন' অমান্য করে সামাজিক মাধ্যমে 'আনকাট' কমিউনিস্ট লাইনে কেউ থাকতে ভিডিও লাইভ ফুটেজ আছে। পারেন না। তিনি লাইনচ্যুত হলেও সেখানে মানিক সরকার যেমন শাস্তি পেতে হয়, আবার বলেছিলেন, গতকাল মানে কমিউনিস্টের লাইনের বাইরে সোমবার তিনি এ সম্মেলনের গেলেও তাকে 'শিক্ষা' নিতে হয়। কমিউনিস্ট নেতা মানিক সরকার নিতে সক্ষম হয়েছেন। আবার তিনি মঙ্গলবার আগরতলা টাউন হলে এও বলেছেন, আজ তাঁর ভাষণ ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাখতে সুবিধা হলো। সব মিলিয়ে একাদশতম রাজ্য সম্মেলনের বিধি বলা যায়, তিনি যে বিধি ভেঙেছেন, ভাঙলেন। সিপিএম দলের তা তিনিই স্বীকার করেছেন। পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার সাধারণত কোনও সম্মেলনের সম্মেলনের সমস্ত রীতিনীতি ভেঙে প্রতিবেদন ওই সম্মেলনেই পেশ প্রকাশ্যে বললেন, সম্মেলনের করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক কিংবা আগেরদিন তিনি এ সম্মেলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক এই প্রতিবেদন

ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার দলের প্রতিবেদন হাতে পেয়ে সবটা পড়ে

প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। যখন সম্পাদক প্রতিবেদনটি পেশ করেন তখন তা খসড়া হিসেবে থাকে। প্রতিনিধিরা এর উপর আলোচনা করে তাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ করে। কখনও ভোটাভূটি বা সকলের হ্যাঁ বাক্যে প্রতিবেদনটি পাশ হয়ে যায়। এটাই বামপন্থী সংগঠনের রীতি ও নীতি। তবে এক্ষেত্রে সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করার আগে কী করে তা মানিক সরকারের কাছে পাঠানো হলো ? এর চেয়ে বড় কথা, মানিক সরকার সমস্ত কিছু জেনেও কমিউনিস্টের লাইন ভাঙলেন কীভাবে? তাও প্রকাশ্যে বললেন। যে ভিডিও বার্তা সিপিএমের সামাজিক মাধ্যমে এখনও আনকাট

কমরেডরা এ ভাষণ শুনছেন। নতুন প্রজন্মের কমরেডদের কাছে কী বার্তা দিলেন মানিক সরকার ? যারা সিপিএম তথা কমিউনিস্টের লাইন মেনে এই ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করেন কিংবা বামপন্থী ভাবধারায় বিশ্বাসীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সম্পাদক প্রতিবেদন পেশ করার পরই তা 'ওপেন' হয়। তাও খসড়া হিসেবে প্রথম প্রতিবেদন প্রেশ হয়। তারপর সেটা পাশ হয়। প্রতিবেদন পেশ কিংবা পাশের আগেই মানিক সরকার 'বিধি ভেঙে' তথ্য ফাঁস করলেন— আগের দিনই তিনি এই প্রতিবেদন পেয়ে গেছেন। সমালোচকরা মনে করে, শুধু বিধি ভাঙলেনই না মানিক সরকার, তার সাথে নতুন প্রজন্মের কমরেডদের কাছেও 'ভুল বার্তা' দিলেন। তবে এই টাউন হলে মানিক সরকার 'ঐতিহাসিক' ভাষণও রেখেছিলেন বিগত দিনে। এই টাউন হলেই লেনিনের জন্মদিনে মানিক সরকার বলেছিলেন--- 'তিনি নৃপেন চক্রবতীর স্থালন দেখেছেন।' বিগতদিনে মানিক সরকার আরও এরপর দুইয়ের পাতায়

অবস্থায় রয়েছে সেখানেও প্রত্যেক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ জানুয়ারি।। ভালোবাসা নাকি অন্ধ। তাই ধর্ম, সম্প্রদায় কোনোকিছুর পার্থক্য করে না। কিন্তু বর্তমান সমাজ এখনও সেই বিষয়টি নিয়ে আপত্তি করে। দুই সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতিকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন বাইদ্যারদিঘি কসবা এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যুবককে তো



বটেই একজন যুবতিকেও সেখানে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত ওই যুবতিকে পুলিশ তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে। তবে থানায় কোনো ধরনের মামলা দায়ের হয়নি। সোনামুড়ার ২১ বছরের যুবকের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে সম্পর্ক হয় মনু থানা এলাকার ওই যুবতির। এক বছর ধরে তারা ফোনে কথা বলার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সম্প্রদায়। দু'জনই প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও এই সমাজ তাদের সম্প্রদায়ের ভিন্নতাকে মেনে নিতে পারেনি। জানা গেছে, ওই যুবতি বাড়ি থেকে বিশালগড়ের উদ্দেশে চলে আসে। সোমবার রাত ১০টা নাগাদ যুবতি বিশালগড়ে এসে পৌঁছায়। তার সাথে ছিল প্রেমিকও। তারা সাহস করে কসবা এলাকায় যুবকের বোনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। রাতটি ভালোভাবে কাটলেও সকাল ঘনিয়ে আসলে এলাকাবাসী ওই বাড়িতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। দু'জনকে এলাকার জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। নাগরিকদের বক্তব্য, যদি তারা কোনো ভুল করে থাকেন তাহলে অবশ্যই পুলিশের সাহায্য নেওয়া যেতো। কিন্তু গ্রামের অতি উৎসাহী লোকজন কিভাবে দু'জনকে মারধর করল? যদি পুলিশ সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে না আসতো তাহলে আরও বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে স্থানীয়দের বক্তব্য।

আগুন আতৃঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। এনসিসি থানাধীন গোর্খাবস্তি এলাকায় সম্বেরাতে আগুন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের তরফে দেওয়া তথ্যানুসারে জানা গেছে, নেহেরু কমপ্লেক্সের পূর্বদিকের রেস্টুরেন্টের পাশেই নাশকতামূলক আগুনের সূত্ৰপাত। তবে তৎক্ষণাৎ বিষয়টি টের পেয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশ ও ফায়ার 🔹 **এরপর দুইয়ের পাতায়**

জিবিপি হাসপাতালে চোখের ছানির

সফল অস্ত্রোপচার

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। আগরলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের চক্ষু চিকিৎসা-সহ রোগীদের ধারাবাহিকভাবে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। গত ৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. ফণী সরকারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম মোট ৫১ জনের চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারের পর সকলেই সুস্থ আছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ফের অভিযানে গিয়ে প্রতিবাদের মুখে পু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, **১১ জানুয়ারি।।** ফের গাঁজা বিরোধী অভিযানে গিয়ে প্রতিবাদের মুখে পড়লেন পুলিশ কর্মীরা। পুলিশের সাথে টিএসআর, বিএসএফ এবং বন

বাড়ি খোয়াই-আগরতলা নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কের পাশ থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে বিপুল পরিমাণ গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে



বিভাগের কর্মীরাও অভিযানে ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবগারি দফতরের আধিকারিক এবং এডিএম সুশান্ত সরকার। তবে গ্রামবাসীদের প্রতিবাদ কোনো কাজে আসেনি। তারা সফলভাবে প্রচুর সংখ্যক গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল। এরই সূত্র ধরে মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে শুরু হয় গাঁজা গাছ ধ্বংস অভিযান। অভিযানের নেতৃত্ব দেন খোয়াই জেলার এডিএম সুশান্ত সরকার। এছাড়াও বিশাল পুলিশ, টিএসআর ও বন বিভাগের কর্মী, বিএসএফ-সহ বিশাল সংখ্যক জওয়ানদের নিয়ে এই অভিযান শুরু করা হয়। এই অভিযানে মূলত ২৩টি গাঁজার প্লট ধ্বংস করা হয়। সাথে এই প্লটগুলিতে থাকা আনুমানিক ৪০০০ হাজার থেকে ৫০০০ হাজার গাঁজার গাছ ধ্বংস করা হয়। এগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা বলে জানা যায়। এদিন এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক রুমা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এদিনের এই গাঁজা গাছ কাটার অভিযান চালানো হয়। এদিনের এই অভিযানে সহযোগিতা করেছেন পুলিশ, টিএসআর ও বন বিভাগের কর্মী এবং বিএসএফ জওয়ানরা। পাশাপাশি তিনি বলেন, আগামী দিনেও তাদের এই কার্যক্রম জারি থাকবে। পরবর্তী সময়ে গাঁজা গাছগুলি কেটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

রামছাগলের আতঙ্কে কল্যাণপুরবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ জানুয়ারি।। ধর্মের নামে উৎসর্গকৃত ছাগলের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন কল্যাণপুরবাসী। পূর্ব কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের বাতেখা গ্রামে বেশ কিছু দিন ধরে ওই রামছাগলের আক্রমণের শিকার হয়েছেন অনেকেই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতটাই আঘাত পেয়েছেন যে. হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করতে হয়েছে। সাধারণ



মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে এই সমস্যা থেকে নিস্তার পাবেন। যেহেতু, ধর্মের নামে ছাগলটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে, তাই কেউই কিছু করতে পারছেন না। অগ্নিনির্বাপক দফতরের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলেও তারা জানিয়ে দিচ্ছেন এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। তাই নাগরিকদের মনে এখন সবচেয়ে বড প্রশ্ন এই সমস্যা থেকে তাদের পরিত্রাণ দেবেন কে?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফুটেজ ও পুলিশের বক্তব্য থেকে দিক থেকে বিশাল ও কপিল নামের বিশালগড়, ১১ জানুয়ারি।। দুই যুবককে গুরুতর আহত করে পুলিশ-টিএসআর জওয়ানদের পিষে মারার চেষ্টা করলো এক গাড়ি চালক। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে বিশালগড়ে। নাইট কারফিউর রাতে অল্পের জন্যে প্রাণে বাঁচলেন বেশ কয়েকজন পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান। সিসি টিভির ফুটেজে এমন আশঙ্কার ছবিই ফুটে উঠেছে। গাড়িসহ চালক পালালেও পুলিশ জগন্নাথ। প্রত্যক্ষদর্শী, সিসি টিভির

জানা গেছে, টিআর০৭ ডি ০৬১৪

দুই যুবক বাইকে চেপে নেতাজিনগর



নম্বরের সেলেরিও গাড়িটি বিশালগড়ের দিকে আসছিল।

বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় ওই গাড়িটি পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। বিশালগড় এসবিআই-র সামনের তাতে

 এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি তুললো

টিএইচআরও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। ৮ জানুয়ারি শহরের একটি হোটেল থেকে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের চারজনকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে পশ্চিম আগরতলা থানা ও পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় রাতভর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও হেনস্থার বিরুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জানিয়েছে ত্ৰিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (টিএইচআরও)। চারজন এলজিবিটি সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিসর ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তাদেরকে অন্যায়ভাবে আটক করে থানায় তাদের উপর পুলিশি নিপীড়নকে চরম রাষ্ট্রীয় বর্বরতা বলে অভিযোগ করেছেন টিএইচআরও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ।ব্যক্তির মর্যাদায় ও ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নজরদারি দেশজুড়ে চলছে বলে অভিযোগ করেছেন টিএইচআরও সম্পাদক। তিনি বলেন, এলজিবিটি সম্প্রদায়ভুক্তদের অন্যায়ভাবে আটক ও হেনস্থার জন্য দায়ী পুলিশ আধিকারিকরা চরম অপরাধ সংঘটিত করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থার দাবি করেছে এলজিবিটি টিএইচআরও। সম্প্রদায়ভুক্তদের প্রতি সংঘটিত পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে ও অপরাধীদের যথোপযুক্ত শাস্তির দাবিতে নাগরিক

আঠারোমুড়ার জঙ্গলে গাঁজা ক্ষেত ধ্বংস করল পুলিশ



প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি . আমবাসা, ১১ জানুয়ারি ।। আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিসাবে শেষ দিনেও নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বড় সাফল্য পেল আশিস দাশগুপু। আঠারমুড়া পাহাড়ের অভ্যন্তরে ধলাই ও খোয়াই জেলার সীমানা বরাবর গভীর অরণ্যে লুকিয়ে থাকা বিশাল গাঁজা ক্ষেত নম্ভ করে দিলেন তিনি। যাতে পরিণত

অবস্থায় সহস্রাধিক গাঁজা গাছ ছিল। আমবাসা ব্লুকের অন্তর্গত ধনছড়া ভিলেজের স্বপ্নাবাড়ি এলাকায় রেলওয়ে ট্যানেলের কাছাকাছি ঘন জঙ্গলের মধ্যে অতি গোপনে চলছিল এই বেআইনি গাঁজা চাষ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে এসডিপিও আশিস দাশগুপ্ত আমবাসা থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার সমেত বিশাল

জওয়ান নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে হানা দেয় ঐ গোপন গাঁজা ক্ষেতে। প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিণত গাঁজা গাছ কেটে তা সেখানেই আগুন দিয়ে জালিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয় ন্যুনতম কোটি টাকার গাঁজার উৎস। তবে কে বা কারা এই বেআইনি নেশার চাষ সেখানে করছিল তা খোঁজে পায়নি পুলিশ আধিকারিকবা। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শুধু আমবাসা মহকুমাই নয় গোটা ধলাই জেলার মধ্যে গাঁজার এত বড় বাগিচা প্রকাশ্যে আসার বা ধবংস করার ঘটনা এই প্রথম। মূলতঃ রাজ্যের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা এই জেলায় বেআইনি গাঁজা চাষের তেমন ইতিহাস নেই। কিন্তু সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ধলাইয়ের পাহাডও যে অর্থকরী বাগিচা হিসাবে বেআইনি গাঁজাকে আপন করে নিচ্ছে তার প্রমাণ হল মঙ্গলবার পলিশ কর্তক এই বিশাল গাঁজা ক্ষেত ধ্বংসের ঘটনা। তাছাড়া আঠারোমুড়া এবং লংতরাইয়ের ঘন জঙ্গলের অভ্যন্তরে এই জাতীয় আরো অনেক বেআইনি গাঁজা ক্ষেত লুকিয়ে থাকতে পারে বলে সংখ্যক পুলিশ ও টি এস আর ধারণা করা হচ্ছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১১ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ হু হু করে বাডছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত নাইট কারফিউ কার্যকর করেছে। পাশাপাশি মেলা, প্রদর্শনী-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার যাত্রাপুর থানার উদ্যোগে এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মূলত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ডাকা হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা সেই বৈঠকে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন কাঁঠালিয়ার বিডিও প্রবাল কান্তি দে, ডিএসপি নূর বাহাদুর রিয়াং প্রমুখ। সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয় সরকারি নির্দেশ মোতাবেক চিরাচরিত উৎসবগুলি শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে উদ্যাপন করতে হবে। কোনো ধরনের মেলা করা যাবে না। যদি সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করা হয় তাহলে জরিমানা আদায় করতে বাধ্য হবে প্রশাসন। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকলেই এতে সহমত পোষণ করেন।

করোনা পরিস্থিতিতে লাই-হারাওবা মেলা, মুখ্যসচিবের নির্দেশ অমান্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চলবে। ঐতিহ্যবাহী পরম্পরায় থাকবে মার্শাল আর্ট সহ অন্যান্য **আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।।** করোনা পুঁথিবা লাই-হারাওবা উৎসব ১২তম কর্মসূচি। আয়োজকদের তরফে পরিস্থিতিতে মুখ্যসচিবের নির্দেশে বলা হয়েছে, মেলার আয়োজন করা যাবে না। সেই মোতাবেক সরস কিংবা বিজ্ঞান মেলার আয়োজন স্থগিত রাখা হলো। কিন্তু পুঁথিবা দেবতা মন্দিরে মেলার আয়োজনের সূচনা হবে আগামী ১৩ জানুয়ারি। প্রশাসন ঘুমে! মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই আয়োজনের ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচেছ পুঁথিবা লাই-হারাওবা উৎসব ও মেলা। আয়োজকদের তরফে পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটির সম্পাদক দীপক কুমার সিং ও অন্যান্যরা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ১৩ উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই লাই-হারাওবা উৎসব ও মেলা

বর্ষে পদার্পণ করলো। ১৩ জানয়ারি উৎসব ও মেলার আনষ্ঠানিক উদবোধন হবে বিকাল সাডে পাঁচটায়। উদবোধন করবেন মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। আয়োজকদের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই উপস্থিতি কামনা করেছেন উৎসব ও মেলায় উপস্থিত থাকবেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। দীপক কুমার সিংহ জানিয়েছেন, ১৭ জানুয়ারি সমাপ্তি দিবসে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। ১৫ জানুয়ারি প্রতিমা ভৌমিক। তাছাড়া মণিপুর, অসম থেকেও আসবেন অতিথিরা।

স্বাস্থ্য বিধি মেনে এই আয়োজন করার কথা বলা হলেও প্রতিদিন থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাশালি আট, মাইবা, মাইবি, পেনানুত্য ইত্যাদি। সকলের আয়োজকরা। তবে এই ঐতিহ্যবাহী মেলায় অভয়নগর পুঁথিবা দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণ জুড়ে দারুণ ভিড় থাকে যা বিগত দিনের মেলার অভিজ্ঞতায় জানান দিচেছ। এই ধরনের মেলার বৈধতা মুখ্যসচিবের করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ নির্দেশাবলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকে কি না তা আয়োজকদের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক দফতর কর্তারাই ভালো বলতে পারে



তিপ্রা মথার কর্মশালা ও যোগদান সভা

প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জানুয়ারি।। উত্তর জেলার নোয়াগাঁয়ে সাতটি এডিসি ভিলেজের কমী সমর্থকদের নিয়ে একদিনের কমশালা অনুষ্ঠিত হয় তিপ্ৰা মথার। উপস্থিত ছিলেন এডিসি'র কার্যনির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, জয়চুনথান হালাম-সহ অন্যান্যরা। কর্মশালায় ১৮টি পরিবার থেকে ৮৫ জন ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে তিপ্রা মথায় যোগদান করেন। সভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে ভবরঞ্জন রিয়াং বলেন, দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে

সম্প্রদায়কে সোচ্চার হবার আবেদন

জানিয়েছে টিএইচআরও।

অনেক দল ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু কেউই জনজাতিদের কথা চিন্তা করেনি। প্রত্যেকেই যার যার নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে জনজাতিদের নিয়ে রাজনীতি করেছে। একমাত্র তিপ্রা মথাই জনজাতিদের প্রকৃত কথা ভাবে এবং তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলে।



আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন

প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ ¦ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার

ব্য : পারিবারিক ব্যাপারে কি সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে i ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। **মিথুন :** সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

অপেক্ষাকৃত শুভ ফল । সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে ! ক্ষতি বাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। উর্ধ্বতনের সঙ্গে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। পারিবারিক ব্যাপারে

কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু 👃 মনোকস্টের যোগ আছে।

উন্নতির যোগ আছে। | পাবে।সরকারিভাবে কর্মে উন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে | আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে।

চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা । যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। কন্যা: দিনটিতে চাকরিজীবীরা

অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং 🎚 দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে | অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় 📗 থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার

তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। | ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

৯৪৮৫০৩২০৮৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে

কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে মেষ : পারিবারিক শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিঘ্নের যোগ <mark>বিশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত</mark>

🗸 করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে।

ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিদ্যের সংশ বাধা-বিদ্মের মধ্যে 🏈 অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য

মকর : সরকারি কর্মে চাপ ও

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ ঠি তৈ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না। তবে কোন অসুবিধা হবে না। কুম্ভ: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক | ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি

🔣 যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায়েও লাভবান হবার লক্ষণ পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া i আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।

> মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ

দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়

মার্চের মধ্যে নির্বাচন না হলে কা দেবে না অর্থ কমিশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১১ জানুয়ারি।। তিপ্রা মথা দলের মহিলা সংগঠন টিডব্লিওএফ'র সদর জেলা কমিটির শপথ গ্রহণ ও একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার সদর উত্তরের লেফুঙ্গাস্থিত শচীন্দ্র দেবর্বমা মেমোরিয়াল হলে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সদর জেলার অন্তর্গত সিমনা-মোহনপুর মান্দাই ও মজলিশপুর এই চারটি ব্লকের কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত হয় এদিনের কর্মসূচি। এদিনের কর্মসচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেবর্বমা। এছাড়াও টিডব্লিওএফ সদর জেলা কমিটির নেত্রী শিবাঞ্জলী দেবর্বমা, মণিহার দেবর্বমা, এমডিসি রবীন্দ্র দেবর্বমা ও রুনিয়াল দেবর্বমা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ স্চনার পর্ব শেষে উপস্থিত সংগঠনের নেত্রীদের শপথ পাঠ করান শিবাঞ্জলী দেবর্বমা। পরে শুরু হয় উক্ত কর্মশালাকে নিয়ে l

আলোচনা। পরবর্তীতে এ দিনের বা এই নির্বাচন করা হচ্ছে না এর কর্মসূচি সম্পর্কে এমডিসি রবীন্দ্র দেবর্বমা জানান, আগামী ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন এবং ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে কুৎসা ছড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও এডিসিকে বিভিন্নভাবে বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, ভিলেজ কাউন্সিলের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও এখনো নির্বাচন করানো হচ্ছে না। কেনই

পিছনে কি কারণ রয়েছে সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। মার্চ মাসের মধ্যে যদি নির্বাচন না করা হয় তাহলে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে টাকা পাবে না বলেও জানান তিনি। এছাড়াও যে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে তা মেনে নিচ্ছেনা রাজ্য সরকার বলেও অভিযোগ করেন তিন। অনতিবিলস্থে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন করার দাবি জানান তিনি। অতিসত্বর যদি নির্বাচন না করা হয় তাহলে বহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

প্রশাসনিক বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১১ জানুয়ারি।। করোনা সংক্রমণ রুখতে ক্মার্ঘাট প্রশাসনের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে মঙ্গলবার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, মহকুমাশাসক সুৱত ভট্টচার্য, বিডিও সুদীপ ভৌমিক, দেবৱত দত্ত প্রমুখ। করোনা সংক্রমণ কিভাবে রোখা যায় সেই বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয় বলে খবর। প্রশাসনিক যে নির্দেশ জারি হয়েছে তা যাতে সঠিকভাবে কার্যকর হয় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নিকমা সরকার, পাল্টা আক্রমণ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বাবুল ভদ্র দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন সরকার এদিন আক্রমণাত্মক আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। বাম করেছেন। তার মৃত্যুর পর ভূমিকায় ছিলেন। বলেন, কিছুদিন আমলে মানিক সরকারকে নিশাণা করে বামফ্রন্ট সরকারকে নিকম্মা সরকার বলে কটাক্ষ করেছিলেন তৎকালীন বিজেপির প্রদেশ প্রভারী সুনীল দেওধর। এবার পাল্টা জবাবে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারকে নিকম্মা সরকার বলে জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। শুধু জবাবই নয়, একে একে আক্রমণাত্মক বাক্যে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন তিনি। তার পাশাপাশি রাজনৈতিক আক্রমণে শাসক দলের দিকে যাড়াশি আক্রমণ হানেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। আগরতলা টাউন হলে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের একাদশ রাজ্য সম্মেলনে ভাষণ রাখছিলেন মানিক সরকার। মঞ্চে সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি ভেঙ্কট, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। এদিনের সম্মেলন থেকে রাধাবল্লভ দেবনাথকে সভাপতি, শ্যামল দে'কে সম্পাদক করে ৭৫ জনের নতুন রাজ্য পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ২৬ জনের কার্যকরী কমিটিতে সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি থাকলেও এ সম্মেলন থেকে সভাপতির পদে অব্যাহতি নিলেন ভানু লাল সাহা।

পালন করেছেন শ্যামল দে। তিনিই হলেন বর্তমান সম্পাদক। এদিনের সম্মেলনে মানিক সরকার তার ভাষণে রাজ্য এবং দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন।রাজ্যের প্রেক্ষাপটে বলেছেন, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, টাকার অভাব নেই। কত কোটি কোটি আসছে বলে প্রচার হচ্ছে। অথচ রেগা, টুয়েপে মজুরি দিতে পারছে না। ওমিক্রন পরীক্ষার মেশিন আনতে পারছে না। ফেব্রুয়ারি মাসে আসবে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে এখন জিবি হাসপাতালে মানুষ যেতে চাইছে না। মানিক সরকার বলেন, জিবি সহ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলোর পরিষেবায় এখন মানুষ তিতিবিরক্ত। বিগত দিনের সরকারের আমলে জিবির ডাক্তাররা বলতেন, তারা গর্বিত সকলেই জিবিতে চলে আসছে। সাধারণ রোগ নিয়েই জিবির ফ্লোরে শুয়ে পড়ছেন চিকিৎসিত হওয়ার জন্য। ডাক্তাররা তখন বলতেন, তারা গর্ব অনুভব করছেন। মানিক সরকার উদাহরণ দিয়ে বলেন, এই সময়ে গরিব নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত গরিব হয়ে যাচ্ছে।রাজ্যের পরিস্থিতি তুলে ধরে মানিক সরকার বলেন, এটা নিকম্মা সরকার, অপদার্থ সরকার।এ সরকারের পারফরম্যান্স এ সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে সাইনাস শূন্য। সব মিলিয়ে মানিক

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব আগে প্রধানমন্ত্রী মিথ্যার উপর ভাষণ দিয়েছেন। রাজ্যের অতীত না জেনেই কথা বলেছেন। আসলে বিগতদিনের সরকারের আমলে প্রকল্পের শেষের রঙ দিয়ে তারা নিজেদের আমলের প্রকল্প ঘোষণা করতে পারে। নতুন কিছু করেনি এ সরকার। রাজ্যে নতন করে একটিও হাসপাতাল করতে পারেনি। বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। কিন্তু কে ভাষণ দিচ্ছেন বড় বড়? এ বিষয়টি চাপা রেখেই মানিক সরকার বলেন, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কি করেছে তার হিসেব দিতে পারছে না। বিগত সরকারের আমলের প্রকল্পের শেষ রং কালি দিয়েই শুধু ফিতা কাটছে। মানিক সরকার পরিস্থিতি উল্লেখ করে বলেছেন, ঘর থেকে বেরোতে হবে এই সরকারের পারফরম্যান্স মাইনাস জিরো। তা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। মানিক সরকার সংগঠনের সকলের উদ্দেশে বলেছেন, এখন থেকেই সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরে সরকার পরিবর্তনের ডাক দিতে হবে। কার্যত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলনেই পরিবর্তনের ডাক দিলেন মানিক সরকার। জীতেন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন যোগ্য ভূমিকা পালন করছে বলে ভাষণপর্বে জানিয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধির চিঠি ধরলেন অজয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।।১৯৮০ সালের ১৭ মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সেসময়ের সাংসদ অজয় বিশ্বাসকে চিঠি দিয়েছিলেন। কারণ, তার আগে অজয় বিশ্বাস দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমারঘাট থেকে সাক্রম পর্যন্ত রেলপথ করার দাবি করেছিলেন। এর প্রত্যুত্তরে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি তার পাঠানো চিঠিতে অজয় বিশ্বাসকে বলেছিলেন--- তিনি অজয় বিশ্বাসের চিঠি পেয়েছেন। কুমারঘাট থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের যে দাবি অজয় বিশ্বাস করেছেন, সেই বিষয়টি রেলমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে।এই চিঠি ৪০ বছর পর সামনে তুলে আনলেন প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস। কারণ, রাজ্যের রেল সম্প্রসারণ নিয়ে কৃতিত্বের লড়াই চলছে। অজয় বিশ্বাস আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, কোনও মুখ্যমন্ত্রী রেলের জন্য কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন না।কারণ, এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছা ছিল। বিগতদিনে কংগ্রেস বর্তমানে সরকারের ধারাবাহিকতায় বিজেপি। তবে মানিক সরকারের নাম বারবার উচ্চারণ করে অজয় বিশ্বাস বলেছেন, তিনি মানিকবাবুর বিরুদ্ধে কথা বলছেন না। তবে মানিক সরকার রেল বিষয়ক কৃতিত্বের প্রশ্নে যে বক্তব্য রেখেছেন কার্যত তাকেও খণ্ডন করলেন প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস। তিনি বলেছেন, ১৯৮০ সালে তিনি নিজেই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। তখন থেকেই কুমারঘাট-সাব্রুম রেলপথ

দিল্লিতে সরকারের পরিবর্তন হলো। কিন্তু সাব্রুম পর্যন্ত পৌঁছল রেল। অজয় বিশ্বাসের দাবি, কৃতিত্বের মালিক কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি এও বলেছেন, কোনও মুখ্যমন্ত্রীই এর জন্য নিজের কৃতিত্ব দেখাতে

করেন। কারণ, অজয় বিশ্বাসের দাবি, বামেদের আমলে এ রাজ্য আরও ২০ বছর এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু ২০ বছর পিছিয়ে গেছে বামেদের চিন্তাধারা ও নীতিমালা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গির



ভুল বার্তা না যায় তার জন্যই অজয় বিশ্বাস সব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন। তবে রেল নিয়ে কতিত্বের লডাই চলছে। এবার এই লড়াইয়ে নাম লেখালেন প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস। এদিন রাজ্যের অর্থনৈতিক বর্তমান ও অতীতের অবস্থার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি অজয় বিশ্বাস বলেছেন, মানিক সরকার যে ভুল করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যেন সেই ভুল না ভালো বলতে পারেন।

এ রাজ্যে বাম আমলে নানা বিষয়ে অর্থনৈতিক 'সংকট' যে তৈরি হয়েছে, তার জন্য বাম সরকার দায়ী। কর্মচারী থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়েও কথা বলতে গিয়ে অজয় বিশ্বাস তুলে ধরেছেন তার লেখা---'অর্থদপ্তরের শ্বেতপত্র মিথ্যা ও ধাপ্পার দলিল' বইটিও। অতীত তুলে ধরে প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস এবার কার পক্ষ নিচ্ছেন, কোন অঙ্কে এগোচ্ছেন তা তিনিই

সম্প্রসারণের দাবি করেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে তা হলোও বটে।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪০৩								
6		4						
	8				6		9	4
	1		3	9	4		8	7
8			9					
		1		7	8		5	
			1	4	3	7		
9	7	5	6				4	
1	2		4		9	5		3
		8	7			9		6

সোনামুড়াকে সাজাতে প্রতিমার অঙ্গীকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, (সানামুড়া, ১১ জানুয়ারি।। সোনামুড়া শহর এলাকাকে সাজিয়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। গত পর ও নগর নির্বাচনের সময়ে তিনি সোনামুড়াবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আগামী দিনে সোনামুড়া শহরকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে তিনি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সোনামুড়া সফরে আসেন। সাথে ছিলেন নগরোন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। তারা এদিন বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। প্রতিমা ভৌমিক সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের পূর্ণাঙ্গ কমিটির বৈঠক হয়েছে কিছুদিন আগেই। কিন্তু তিনি সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই এদিন নগরোন্ধয়ন দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে পরিদর্শনে আসেন। কিভাবে সোনামুড়া শহরকে বৈজ্ঞানিকভাবে সুন্দর করে তোলা যায় সেই পরিকল্পনা গ্রহণ

বাইকের ধাক্কায়

আহত পথচারী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড, ১১ জান্যারি।।

মঙ্গলবার রাতে বিশালগড়

গকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায়

বাইকের ধাক্কায় জখম হন এক

পথচারী। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী

একটি বাইক দ্রুত গতিতে এসে

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অলটো গাড়ির

পেছনে ধাক্কা দেয়। তার পরই

বাইকটি সামনে থাকা পথচারীকেও

ধাক্কা দেয়। বাইকের ধাক্কায় পথচারী

রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তবে বাইক

চালক অক্ষত থেকে যান। ওই

এলাকায় কীর্তন চলছে, তাই

দুর্ঘটনার পর সেখানে প্রচুর লোক

ছুটে আসেন। আহত ব্যক্তিকে

উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা

অতিষ্ঠ কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আমবাসা, ১১ জানুয়ারি।।আমবাসা

মহকুমার পশ্চিম লালছড়ি

এলাকার কৃষকরা ধর্মের ষাড়ের

যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

তাদের অভিযোগ, ধর্মের যাড়ের

প্রশাসনের কাছে তারা সাহায্যের

করোনাবিধি

মেনে হবে

ডম্বুর মেলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

নতুনবাজার, ১১ জানুয়ারি।।

নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও

একমাত্র ডম্বুরের পৌষ সংক্রান্তি

মেলায় ছাড় দিয়েছে রাজ্য সরকার।

তবে এই মেলায় ছাড় দেওয়া নিয়ে

বিভিন্ন মহল থেকেই প্রশ্ন তোলা

হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার

সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে

করবুক মহকুমাশাসক এল ডার্লং

জানান, মেলায় করোনাবিধি

অবশ্যই কার্যকর হবে। যতটা ভীড়

এড়ানো যায় সেই চেষ্টা করবেন

প্রশাসনিক কর্তারা। মেলাকে এবার

কিছুটা ছোট আকারে করা হবে বলে

তিনি জানিয়েছেন। মেলায় আসা

ক্রেতা-বিক্রেতা, দর্শনার্থী সকলের

মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক।সামাজিক

দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও মাথায়

রাখতে হবে বলে মহকুমাশাসক

জানান। তারা চেষ্টা করবেন প্রতি

রাতে ৯টার মধ্যেই যাতে সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান শেষ করে নেওয়া যায়। আর

কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়ানোর

জন্য পুলিশ এবং প্রশাসন

সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করবে।এ

বছর ছোট-বড ৪৫০টি স্টল খোলা

হচ্ছে। এদিকে, অনেক ব্যবসায়ী

স্টলের জন্য আবেদন জানালেও

তাদের সবার আবেদন গৃহীত হয়নি।

তাই ওইসব বঞ্চিত ব্যবসায়ীরা বিষন্ন

মনোরথে বাড়ি ফিরে যান।

আর্জি জানিয়েছেন।

হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।



করা হয়েছে। শহরের বাজার, বিভিন্ন বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন। সেই সব বিষয়গুলি সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য অর্থের সংস্থান রয়েছে। যেহেতু, সোনামুড়া মহকুমা সদর, তাই এই শহরকে নিয়ে অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। নগর পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে জানানো হয়েছে প্রায় ২৫০টি

শৌচালয় নির্মাণ করতে হবে। সোনামুড়া শহরকে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। বাজারের ব্যবসায়ীরা অনেক দিন ধরে একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাই সেই বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান। এ বছরই যাতে ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু করা যায় সেই চেষ্টাও রয়েছে বলে তিনি

মহকুমাশাসকের অফিসটিকেও নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর আরেকটি ইচ্ছা আছে বলে তিনি জানান। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাজ মহম্মদের পরিবার ওই বিল্ডিং-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই সেই বিল্ডিংটিকে মিউজিয়াম হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

উপার্জনের একমাত্র সম্বল।ক্ষতিগ্রস্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চড়িলাম, ১১ জানুয়ারি।।** মঙ্গলবার ভোরে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায়। অগ্নিকাণ্ডে দুটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভঙ্মীভূত হয়ে যায়।স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী মঙ্গলবার ভোর ৪টা নাগাদ

আগেই দুটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভঙ্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত একটি দোকানে কম্পিউটার, জেরক্স মেশিন এবং মোবাইল ফোন। খবর পেয়ে দোকান মালিকরা বাজারে এসে পরিস্থিতি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী



দোকানে আগুন লাগার বিষয়টি টের পাওয়া যায়। হঠাৎ বাজারের কয়েকজন আগুন দেখে চিৎকার জুড়ে দেন। তাদের চিৎকার শুনে পার্শ্বতী এলাকার মানুষ ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্তলে এসে

গোপাল সরকার জানান তার বাড়ি বড়জলা থামে। তিনি দোকান ক্ষতিগস্ত হতে দেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন। তার কথা অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ডে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। কিভাবে তিনি ঘুরে দাঁড়াবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না বলে জানান গোপাল আগুন নেভাতে সক্ষম হলেও তার সরকার। তার দোকানই ছিল

অপর দোকানটিতে ছিল লোহার সামগ্রী। দোকান মালিকের নাম বিশ্বজিৎ কর্মকার। তার দোকানের সমস্ত কিছু পুড়ে যায়। বিশ্বজিৎ কর্মকার জানান, দোকানে অনেক সামগ্রী মজুত করেছিলেন। তিনি লোহার সামগ্রী খুচরো এবং পাইকারী উভয়ভাবেই বিক্রি করেন। এই ঘটনায় তার ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন। বিশ্বজিৎ কর্মকারের দোকানের সাথে উত্তম সাহা'র মুদি দোকান। তবে উত্তম সাহার দোকানটি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কারণ আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দোকানের সামগ্রী বের করে নিতে সক্ষম হন। বিশ্রামগঞ্জ মধ্য বাজারে কালীবাড়ি নাট মন্দির থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই অগ্নিকাণ্ড। যদি সঠিক সময়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারতো তাহলে আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারতো। কিভাবে আগুন লেগেছে তা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারছেন না।

কারণে অনেক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কারণ প্রতিদিন জমিতে ধর্মনগর, ১১ জানুয়ারি।। শাসক এসে ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে ওই দলের নেতা-মন্ত্রীরা দাবি করেন যাড়টি। কৃষকরা বহুবার যাড়টিকে এখন আর কোনো কিছুর জন্য তাড়িয়ে দিলেও পুনরায় সেটি আন্দোলন করতে হয় না। কোনো এলাকায় চলে আসে। বিশেষ করে কিছুর প্রয়োজন হলে সরকার রাতের অন্ধকারে জমিতে গিয়ে আন্দোলনের আগেই নাকি সবকিছু তাণ্ডব চালায়। কোনোভাবেই তারা দিয়ে দেয়। কিন্তু খোদ বিধানসভা ফসল ফলাতে পারছেন না। তাই উপাধ্যক্ষকে মঙ্গলবার কোনো একটি বিষয় নিয়ে আন্দোলনে নামতে হয়েছে। তার নেতৃত্বে এদিন ধর্মনগরের ডিজিএম ধীমান দাসকে ঘেরাও করা হয়। বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএম'র ভূমিকায় আগে থেকেই ক্ষেপে আছেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। তার দাবি, সাধারণ মানুষের স্বার্থেই এদিন তারা ডিজিএম অফিসে আসেন। পুর পরিষদের সদস্যদের নিয়ে তিনি ডিজিএম'কে ঘেরাও করেন। ধর্মনগরবাসী অন্যান্য মেলা এবং উৎসবে অনেকদিন ধরেই বিদ্যুৎ নিগম

দাঁড়িয়ে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন ধীমান দাস ধর্মনগরের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কর্তাদের ভূমিকায় অসম্ভন্ত। চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তাই ধর্মনগরের চন্দ্রপুরস্থিত ডিজিএম অফিসে উন্নয়ন কোনোভাবেই তিনি মেনে নিতে পারছেন না। বিজেপি সরকার থাকায় ডিজিএম এত বদান্যতা



প্রতিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় সষ্টি করে যাচ্ছেন। আইনকানুন দেখিয়ে প্রতিটি উন্নয়নের কাজ সরিয়ে রাখার একটা প্রবণতা তার মধ্যে সব সময় কাজ করছে। শুধু তাই নয়, তিনি অভিযোগ করেন ডিজিএম ধীমান দাস সম্পূর্ণ বামমার্গীয়

করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। যদি শাসকদলের বিধায়ক তিনি না হতেন তাহলে কেমন করে কাজ করতে হয় তা তিনি ডিজিএম'কে বঝিয়ে দিতেন। এদিনের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ডিজিএম অফিস চত্বরে পরিবেশ কিছুটা উত্তপ্ত হয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ঘটনার সময় দুই পরিবারের ব্যাটারি চালিত রিকশার সাহায্যে

অন্তর্গত হালাইরপাড় গ্রামের ৩ নং গ্রামবাসীরা প্রথমে আগুন



ওয়ার্ডে এই ঘটনা। সুধাংশু রায় এবং তার ভাই সুজিত রায়ের বসতঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে ঘটনাটি প্রথমে দেখতে পান প্রতিবেশী অঞ্জন রায়। তিনি ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর জন্য প্রতিবেশীদের ডাকতে থাকেন।

নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। এদিকে খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কিন্তু রাস্তা প্রশস্ত না থাকার কারণে একেবারে ঘটনাস্থলে পৌছতে পারেনি দমকল ইঞ্নি। পরবতী সময়

কৈলাসহর, ১১ জানুয়ারি।। গৃহকর্তা কেউই উপস্থিত ছিলেন একটি দমকল ঘটনাস্থল পর্যন্ত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে না। ধারণা করা হচ্ছে, রান্নার নিয়ে যাওয়া হয়। তার সাহায্যেই গেল দুটি পরিবার। মঙ্গলবার গ্যাসের সিলিন্ডার থেকেই দুটি ঘরের আগুন নেভান তারা। দুপুরে কৈলাসহর চন্ডীপুর ব্লকের আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তা সত্ত্বেও দুটি ঘরের কিছুই রক্ষা করা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের ফলে সুধাংশু রায়ের নগদ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এছাড়া তার ১০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অপর দিকে তার ভাই সুজিত রায়ের ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তারও সব মিলিয়ে ক্ষতি হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা। উভয় ঘরেই জমি বিক্রির টাকা রাখা হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ড ঘিরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। তাদের চোখের সামনে সবকিছুই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তবে এলাকাবাসীর মতে যদি রাস্তা প্রশস্ত থাকতো তাহলে কিছুটা হলেও রক্ষা করা যেতো। দুটি পরিবার এই ঘটনায় সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছে বলে তারা জানিয়েছেন।

তাদের চিকিৎসা চলছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জানুয়ারি।। রাজ্যে নিশিকুটুম্বদের বাড়বাড়স্ত অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই প্রতিদিনই চুরির ঘটনা উঠে আসছে। চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে। পড়েছে রাজ্যবাসী। সোমবার গভীর রাতে ফের বাইক চুরির ঘটনা ঘটলো। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত রামনগর এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকার গির্জা সংলগ্ন পুরান বাড়ি এলাকায়। অন্যান্য দিনের মতো টিআর০৭ ই ৭০১৯ নম্বরের বাইকটি ঘরে রেখে ঘুমিয়ে ছিল বিশ্বনাথ দেববর্মা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন ঘরের দরজা খোলা। বাইক নেই। চিৎকার শুরু করে দেন বিশ্বনাথ এবং তার পরিবারের লোকজন। বিশ্বনাথের চিৎকারে প্রতিবেশীরা বিশ্বনাথের বাড়ির সামনে জড়ো হয়। বাইক চুরি হয়ে যাওয়ায় অনেকটা পাগল হয়ে যান বিশ্বনাথ দেববর্মা। বিশালগড থানায় এ বিষয়ে একটি জিডি এন্টি করেছেন তিনি। প্রতিদিন ওই বাইক চুরির ঘটনায় নাজেহাল হয়ে পড়েছে বিশ্রামগঞ্জবাসী। পুলিশও একপ্রকার নিরুপায় হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য সোমবার রাত ৯ টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত করোনা কারফিউ জারি করা হয়েছে রাজ্যজুড়ে। তারপরও চুরির ঘটনা ঘটলো। এতে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ-প্রশাসন কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার রাতে ফের বাইক চুরির ঘটনা বিশালগড় থানা এলাকায়। নাইট কারফিউ কার্যকর থাকার সময়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেখানে কঠোর থাকার কথা সেই জায়গায় এ যেন চোরের রাজত্ব চলছে। এদিন রাতে বিশালগড় থানাধীন রাস্তারমাথা এলাকায় হরিনাম সংকীর্তণে এসে বাইক হারিয়ে ফেলেন মধ্য লক্ষ্মীবিলের রাকেশ মন্ডল। তার বাইকটি রাস্তার পাশ থেকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে যায়। বাড়ি ফেরার সময় তিনি বাইক নিতে গিয়ে দেখেন সেটি উধাও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন। কিন্তু রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার হয়নি। পুলিশের কড়া টহলদারী থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বাইক চুরি হল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে পাশাপাশি নাইট কারফিউ চলাকারে হরিনাম সংকীর্তণে প্রচুর লোক সমাগম নিয়েও প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। আদৌ পুলিশ প্রশাসন সজাগ আছে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান নাগরিকরা।

পুড়ে গেল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জানুয়ারি।। রহস্যজনকভাবে আগুনে পুড়ে গেল ২০০০ কেজি রাবার শিট। পানিসাগর মহকুমার রৌয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকের নাম ধীরেন নাথ। এদিন দুপুরে হঠাৎ তার ঘরে আগুন দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পানিসাগর অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাদের প্রচেষ্টাতেই পরবতী সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে ঘরে থাকা ২০০০ কেজি রাবার শিট পুড়ে যায়। এই ঘটনায় ধীরেন নাথের কয়েক লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

সংঘৰ্ষে আহত ৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ১১ জানুয়ারি।। গভাছড়া মহকুমার পঞ্রতন এলাকায় দুটি মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নাবালক-সহ আহত হয়েছেন তিনজন। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তবে স্থানীয়রাই আহতদের উদ্ধার করে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আহতরা হলেন শান্তনু চাকমা (১৩), মেনকা চাকমা (৩৬), সমতা চাকমা (৪০)। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত গভাছড়া হাসপাতালেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জানুয়ারি।। সারা দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজ্যেও করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে। মঙ্গলবার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭৯ জন। তবে তার আগেই প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ১০ দিনের জন্য নাইট কারফিউ কার্যকর করে। পাশাপাশি যথা সম্ভব ভীড় এড়ানোর জন্য নির্দেশ জারি করেছে। কিন্তু সরকারি দফতরেই ভিড হতে দেখে নাগরিকরা হতবাক। ধর্মনগর মহকুমাশাসক অফিসে বিভিন্ন কাজের জন্য এখনও শত শত মানুষ প্রতিদিন আসছেন। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, তারা অফিস চত্বরে দীর্ঘ সময় ধরে ভীড় করে রাখলেও প্রশাসনিক কর্তাদের কোনো হেলদোল নেই। নাগরিক দের অনেকেই মাস্কবিহীনভাবে অফিস চত্বরে আসছেন। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রাস্তায় যদি পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্তারা নাগরিকদের নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে

সরকারি অফিস চত্ত্রে নিয়ম করোনা বিধি লঙ্ঘনই নয়, লঙ্ঘনের বিষয়টি কিভাবে চলতে দেওয়া হচেছ? মহকুমাশাসক অফিসে কেউ রেশন কার্ড, কেউ আধার কার্ড কিংবা পিআরটিসি'র জন্য আসেন। যদি অফিসের

পাশাপাশি চলছে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম। অর্থাৎ সরকারি কাজ করে দেওয়ার জন্য নাগরিকদের কাছ থেকে ইচ্ছে মোতাবেক টাকা নেওয়া হচ্ছে। যে নাগরিকদের



ভেতরেই সব কাজকর্ম হতো তাহলে অবশ্য ভীড় এড়ানো সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন তো অধিকাংশ কাজ অফিসের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মহকুমাশাসক অফিস চত্ত্বরে বসে থাকা দালাল গোষ্ঠীর সদস্যরা লোকজনকে ভীড় করে দাঁড় করিয়ে রাখেন। একই ধরনের অবস্থা দেখা গেছে পানিসাগর মহকুমাশাসক অফিসেও। অভিযোগ, সেখানে

বিনামূল্যে আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার কথা, সেখানেও টাকা দিতে হচ্ছে। অফিসে না যাওয়া ছাড়াই বাইরের কয়েকটি দোকান থেকে পাওয়া যাচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র। অভিযোগ, প্রশাসনিক কর্তারা সবকিছু জেনেও ঠুঁটো জগন্ধাথ হয়ে বসে আছে। নাগরিকদের প্রশ্ন এটাই কি তাহলে স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিচ্ছবি?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জানুয়ারি।। রাজ্যে যান দুর্ঘটনায় যেন কোনোভাবেই লাগাম টানতে পারছে না ট্রাফিক দফতর। প্রায় নিত্যদিনই অব্যাহত রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পথ দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার

সকালে এক টমটম চালকের কারণে পথ দুর্ঘটনার শিকার দুই স্কুল পড়ুয়া। সেইসঙ্গে আহত খোদ টমটম চালকও। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার করইলং শিশুবিহার সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়িস্থিত রেল স্টেশন থেকে সুজাতা মল্লিক এবং বিথীকা বিশ্বাস নামের দুই স্কুল পড়ুয়া কৃষ্ণ নমঃ নামে টমটম চালকের টমটমে উঠে নিজ বাড়িতে

at the website only

ICA-C-3293-22



আসার উদ্দেশ্য। কিন্তু করইলং শিশুবিহার সংলগ্ন এলাকায় আসার পর একটি বাইসাইকেলকে পাস দিতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই টমটমটি। যদিও টমটম চালক কৃষ্ণ নমঃ মদমত্ত অবস্থায় ছিলো বলে জানা যায় দমকল বাহিনীর সূত্রে। ঘটনার খবর আসে তেলিয়ামুড়া দমকল বিভাগে। তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর জওয়ানরা গুরুতর আহত ৩ জনকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পার্কিং নিয়ে মারপিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ জানুয়ারি।। বাইক পার্কিংকে কেন্দ্র করে বিশালগড থানার অন্তর্গত গকুলনগর রাস্তামাথা এলাকায় দুই যুবকের মধ্যে মারপিট হয়। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ গকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় হরিনাম সংকীর্তন শুনে বাইক নিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় দুই যুবকের মধ্যে বাগ্বিতভা শুরু হয়। পরবর্তী সময় দুই অজ্ঞাত যুবক এসে আকাশ দাস এবং সাগর দাসকে মারধর করে। বাজারের লোকজন ঘটনাটি দেখে ছুটে আসেন। আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে পাঠানো হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।খবর পেয়ে আকাশ দাসের মা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তিনি জানান. অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করবেন।

PNIT NO: ePT75/EE/RD/DIV/KCP/2021-22

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 17.01.2022 for 04 (Four) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available

> Sd/- Illegible **Executive Engineer** RD Kanchanpur Division Kanchanpur, North Tripura

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender on plain paper are hereby invited from the intending bonafide and resourceful supplier [Indian Nationality] on behalf of Sabroom Forest Sub-Division, Government of Tripura for supply of the following item for construction work as per terms & conditions indicated below, which will be received in the office of the SDFO, Sabroom within the office hour of 20/01/2022 up to 2.30 PM and will be opened on the same day at 3.30 PM otherwise on the next working day at 10.00 AM while the bidders may remain present.

SPECIFICATION OF CEMENTED FLOWER POT (CONICAL) Outer Dimension at brim (top) - 45 cm, Outer dimension at bottom

Height of plant pots - 45 cm with MS net for strength 'FOREST' inscribed on all four sides

ICA-C-3305-22

উদ্বোধক

মুখ্য অতিথি

বিশেষ অতিথি

Sd/- Illegible Sub-Divisional Forest officer Sabroom, South Tripura

পুঁথিবা ওয়েল ফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি ও পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটি উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায়

পুঁথিবা লাই হারাওবা উৎসব ও মেলা

১৩ জানুয়ারি - ১৭ জানুয়ারি, ২০২২

স্থান- পুঁথিবা দেবতাবাড়ী, অভয়নগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

তারিখ ঃ- ১৩ জানুয়ারি, ২০২২, সময় ঃ- বিকাল ৫.৩০ মিনিট

ঃ- শ্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, মাননীয় মন্ত্রী, রাজস্ব ও বন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার ঃ- **শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী**, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

ঃ- **শ্রী রেবতী ত্রিপুরা, মাননীয় সাংসদ**, লোকসভা কে, শরৎ কুমার সিং, মাননীয় ভাইস চেয়ারপার্সন, মণিপুর ফুড ইন্ডাস্ট্রিস

করপোরেশন লিমিটেড, ইম্ফল

সম্মানিত অতিথি ঃ- পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার,

শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন, আই, এ, এস, জেলাশাসক ও সমার্হতা, পশ্চিম ত্রিপুরা এম, জিলা নঙংবা, সাধারণ সম্পাদক, উকল, মণিপুর এম ইন্দ্রমণি সিংহ, সভাপতি, পুঁথিবা ওয়েল ফেয়ার এভ

কালচারেল সোসাইটি

ঃ- এন নিরঞ্জন দত্ত, সভাপতি, পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটি সভাপতি

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী এই উৎসবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান {মাইবা, মাইবী নৃত্য, পেনা খংবা, থাং-টা (মার্শাল আর্ট)}পরিবেশিত হবে।

অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা

দীপক কুমার সিনহা সম্পাদক পুঁথিবা ওয়েল ফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি

বিশেষ দ্রস্টব্যঃ কোভিড অতিমারির কারণে সরকারী বিধিনিষেধ মেনে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে

ICA-D-1630-22

জানা এজানা ফেসবুকে হঠাৎ

ভাইরাল '১১৭৬ হরে কৃষ্ণ', কিন্তু কেন?

কিছুটা অবিশ্বাস নিয়েই লিখে ছিলাম 1176 HARE KRISHNA আমার একটা ইচ্ছা নিয়ে।সত**ি্য 24ঘন্টা পার হয়**নি আমার সেই ইচ্ছা পূরন হয়েছে। Hare krishna 💚 🙏 প্রভু

কখনও ডালগোনা কফি তো কখনও আবার শাড়ি-নারী চ্যালেঞ্জ। কেউ কেউ তো ঘর মোছা, ঝাঁট দেওয়াকেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেড করেছিল। করোনার তৃতীয় ঢেউতে সকলে যখন প্রায় ঘরবন্দি, ঠিক তখন ফেসবুক জুড়ে ফের নতুন ট্রেন্ডের আবির্ভাব। ফেসবুক খুললেই চোখে পড়ছে চার অঙ্কের একটি সংখ্যা-১১৭৬। সঙ্গে লেখা হরে কৃষ্ণ। কেউ জেনে বুঝে ওয়ালে লিখছেন এসব। কেউ আবার না বুঝেই ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী?করোনার দাপাদাপিতে আবার সকলে প্রায় ঘরবন্দি। ল্যাপটপ-মোবাইলে মুখ ওঁজে কেটে যাচ্ছে সময়। এমন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজির ইচ্ছেপূরণের চাবিকাঠি! অন্তত তেমনটাই দাবি করছেন একদল নেটিজেন। ১১৭৬ হরে কৃষ্ণ শব্দটা নাকি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ সোশ্যাল মিডিয়ায় নাকি এই শব্দবন্ধ লিখলেই হয়ে যাচ্ছে ইচ্ছেপূরণ। কেউ কেউ অবশ্য মানতে রাজি নয়। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালের তরফে এই দাবির সত্যতা যাচাই করে দেখা হয়নি কেউ কেউ বলছেন, আসলে ১১৭৬ নম্বরটি হল একটি 'অ্যাঞ্জেল'নম্বর । এই নম্বর 'উইশ' বা মনের ইচ্ছে পুরণ

করার ক্ষমতা রাখে। নেটিজেনদের দাবি, এই সংখ্যা এবং শব্দবন্ধ লিখে কেউ যদি মনের ইচ্ছা জানায়, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নাকি সেই ইচ্ছা পুরণ হয় । আর এই ধারণা থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়াল ভরে গিয়েছে এই শব্দ বন্ধে। ইচ্ছেপুরণের চাবিকাঠি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেদার চলছে হাসিঠাট্টা। যাঁরা এই পোস্ট করছেন, তাদের কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না নেটিজেনরা। কিন্তু এই 'ইচ্ছেপূরণের চাবিকাঠি' নম্বর নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে রাজি নন অনেকেই। তাঁদের দাবি. জ্যোতিষশাস্ত্র এবং নিউমেরোলজি অনুযায়ী ১১৭৬ নম্বরটি অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাঞ্জেল নম্বর। কী এই অ্যাঞ্জেল নম্বর? নিউমেরোলজি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "অঙ্কশাস্ত্রে বেশ কিছু নম্বর আছে যাদের বিশেষ ধরনের ক্ষমতা আছে। যে নম্বরগুলো দেখলে বা মস্ত্রোচ্চারণের মতো করে পড়লে জীবনে কিছু ভাল ঘটনা ঘটে। মনস্কামনা পূর্ণ হয়।" তাঁদের আরও দাবি, ওই সংখ্যা সারাদিন জপ করে মনের ইচ্ছের কথা বলতে হয়। তাহলেই মিলে যায় সেই কাম্য বস্তু। নেটিজেনরা এই দাবি মানুন আর না মানুন, সংখ্যা পোস্ট করে চলেছেন তাঁরা।



মানুষের শরীরে শৃকরের হ্রৎপিগু! ঐতিহাসিক অস্ত্রোপচার চিকিৎসকদের

যখন করোনার থাবায় নাস্তানাবুদ গোটা বিশ্ব যখন আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে মাইক্রোস্কপিক এক ভাইরাস, তখনই অসাধ্য সাধন করলেন আমেরিকার একদল চিকিৎসক। মানুষের শরীরে জিন পরিবর্তিত শৃকরের হৃৎপিগু বসালেন তাঁরা। সত্যি বলতে ৫৭ বছর বয়সি ডেভিড বেনেটের কাছে আর কোনও পথও ছিল না। জীবন ও মৃত্যুর নো-ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এই অবস্থায় সাহসী সিদ্ধান্ত নিতেই হত। তাই নেন তিনি। নিজের শরীরে জিন পরিবর্তিত শুকরের হৃৎপিণ্ড বসানোর অনুমতি দেন তিনি চিকিৎসকদের। সেই কাজ সফল ভাবে করলেন আমেরিকার মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের চিকিৎসকরা।জানা গিয়েছে, ঐতিহাসিক অস্ত্রোপচারে সময় লেগেছে ৭ ঘণ্টা। দিন তিনেক আগেই হয়েছিল অস্ত্রোপচার। ডেভিড এখনও পর্যন্ত ভাল আছেন বলেই জানা গিয়েছে। মেরিল্যান্ডের বাসিন্দা ডেভিড অস্ত্রোপচারের আগে বলেছিলেন, "হয় মরতে হত অথবা এই অস্ত্রোপচারটা করতে হত। আমি বাঁচতে

ঝঁকি রয়েছে। কিন্তু এটাই আমার শেষ আশা।"শুরুতে চিকিৎসকরা ডেভিডের এই অস্ত্রোপচার নিয়ে দ্বিধা দদ্বে ছিলেন। পরে তাঁর অবস্থা দেখে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন। আসলে গত কয়েক মাস ধরেই হৃদযন্ত্রের অসুস্থায় শয্যাশায়ী ডেভিড। হাদযন্ত্র-ফুসফুসের বাইপেপ মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে কোনওভাবে বেঁচে আছেন। এই পরিস্থিতি থেকেই মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি। বিরল অস্ত্রোপচারের সঙ্গে যুক্ত এক চিকিৎসক বলেছেন, "আমেরিকায় এক দিনে সতেরো জন মানুষের মৃত্যু হয় অঙ্গপ্রতিস্থাপন করতে না পারার ফলে। অপেক্ষার তালিকায় রয়েছেন লক্ষধিক মানুষ। এই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গের ঘাটতি মেটাতে আরও এক ধাপ এগোনো গেল।"প্রসঙ্গত, এর আগে মানবদেহে শুকরের কিডনি প্রতিস্থাপনের ঘটনা সামনে এসেছিল। সেই কাজও করেছিলেন মার্কিন চিকিৎসকরা। ওই অস্ত্রোপচারকেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় মাইলফলক বলেই মনে করা হয়েছিল।

চাই। আমি জানি এই কাজে

করোনার সঙ্গে নিউমোনিয়া

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি।। করোনার পাশাপাশি নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। শনিবার রাতেই তাঁকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এমনটাই ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক প্রতীক সমধানি জানিয়েছেন বলে দাবি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের। মঙ্গলবার সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের মাধ্যমে লতা মঙ্গেশকরের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, কিংবদন্তি সংগীতশিল্পীর শরীরে কোভিডের মৃদু উপসর্গ রয়েছে। আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে তাঁকে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে। মনে করা হয়েছিল, ৯২ বছরের শিল্পীর বয়সের কথা ভেবেই হয়তো তাঁকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে। কিন্তু পরে শোনা যায়, করোনার পাশাপাশি নিউমোনিয়াও রয়েছে সুরসম্রাজ্ঞীর। শোনা এও গিয়েছে, কিংবদন্তি শিল্পীর চিকিৎসার জন্য ককটেল থেরাপি ব্যবহার করার কথা ভাবছেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, করোনা চিকিৎসায় এই ককটেল থেরাপির ব্যবহার বেড়েছে। কিছুদিন আগে যখন বিসিসিআইয়ের সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় করোনা আক্রান্ত হন তখন তাঁকে ক্যাসিরিভিমাব এবং ইমডেভিমাবের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির ককটেল দেওয়া হয়। করোনা আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি।। গত

বছরের শেষের দিক থেকে এ

বছরের শুরু। মাত্র সপ্তাহ তিনেকের

মধ্যে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গে যে

হারে কোভিড সংক্রমিতের সংখ্যা

বাড়ছে, তাতে উদিগ কেন্দ্র।

বড়দিন, বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণের

বেলাগাম ভিড়ে সংক্রমণ যে

মাত্রাছাড়া হতে পারে, সেই আশঙ্কা

আগেই করেছিলেন চিকিৎসকদের

স্বাস্থ্যকর্তাদের দুশ্চিন্তা, লক্ষাধিক

লোকের সমাগমের গঙ্গাসাগর

মেলা এবং চার পুর নিগমের ভোট

এই সংখ্যাকে কোন্ উচ্চতায় নিয়ে

যাবে। যদিও পর্যবেক্ষকদের মতে,

এই একই রকম উদ্বেগ রয়েছে

উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ ভোটমুখী রাজ্য

সম্পর্কেও। ১৭ ডিসেম্বর থেকে ৭

জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কলকাতায়

এই তিন সপ্তাহে কোভিড রোগীর

সংখ্যা বেড়েছে ৩০ গুণ। ১,৫৫৩

থেকে বেড়ে ৪৬,৭৫৩! সংক্রমণের

চডা হারে কেন্দ্রকে চিন্তায় রেখেছে

আরও চার জেলা। উত্তর ও দক্ষিণ

২৪ পরগনা, হাওড়া ও পশ্চিম

বর্ধমান। স্বাস্থ্য কর্তাদের বক্তব্য,

দেশে ওমিক্রনের দাপট সবে শুরু

হয়েছে। শিখরে পৌঁছতে এখনও

দেরি। তাতেই বঙ্গের এই পাঁচ-সহ

বেশ কয়েকটি জেলায় যে গতিতে

করোনা ছড়াচ্ছে, তাতে সিঁদুরে মেঘ

দেখছেন তাঁরা। পরিস্থিতি এতটাই

সঙ্গিন যে, সংক্রমণে দ্রুত রাশ

বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা

করছেন তাঁরা। এমনিতে এখনও

পর্যন্ত তৃতীয় ঢেউয়ে রাজ্য-সহ সারা

দেশে অক্সিজেনের চাহিদা,

হাসপাতালে ভর্তির অনুপাত ইত্যাদি

দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় অনেক

কম। কিন্তু এক সঙ্গে আরও অনেক

বেশি জন সংক্রমিত হলে, এই ছবি

বদলে যেতে বেশি সময় লাগবে না

বলেও আশঙ্কা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের

বক্তব্য, দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে দিল্লি,

মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে স্বাস্থ্য

পরিকাঠামো কার্যত ফেল করে

গিয়েছিল। তেমনই এখন আরও

বেশি সতর্ক না হলে পশ্চিমবঙ্গেও

সেই পরিস্থিতি হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের যে পরিসংখ্যান

কেন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছেছে,

তা রীতিমতো উদ্বেগজনক।

বলছেন,

স্বাস্থ্যকর্তারা

কেন্দ্ৰীয়

একাংশ। এখন



হওয়ার পর প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিকিৎসাতেও নাকি ককটেল থেরাপি ব্যবহার করা হয়েছিল। লতা মঙ্গেশকরের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। কিংবদন্তি শিল্পীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সুরক্ষার কথা ভেবেই তাঁকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে। জানান, শিল্পীর ভাইঝি রচনা। এমন সময় শিল্পীর প্রাইভেসি সম্মান জানিয়ে তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ করেন তিনি। এমনটাই করছেন অনেকে। সাধারণ মানুষ থেকে তারকা, প্রত্যেকেই কিংবদন্তির সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন।

বৈঠকে গিয়ে করোনা আক্রান্ত প্রকাশ-বৃন্দা

হায়দরাবাদ, ১১ জানুয়ারি।। করোনায় আক্রান্ত সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত ও তাঁর স্ত্রী বৃন্দা কারাত। হায়দরাবাদে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন সিপিএমের পলিটবুরোর এই দুই সদস্য। সেখানেই কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তাঁদের। চিকিৎসকদের পরামর্শে দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই দলীয় সূত্রের খবর। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁদের। হায়দরাবাদে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির তিন দিনের বৈঠক শেষ হয়েছে রবিবার। শরীর খারাপ বোধ করায় শনিবার থেকে আর বৈঠকে ছিলেন না প্রকাশ ও বৃন্দা।

দেশের রাজধানীতে লাফিয়ে বাডছে করোনা সংক্রমণ।এই পরিস্থিতিতে সামগ্রিক লকডাউনের পথে না গিয়েও ক্রমশ কড়াকড়ির পথে হাঁটছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিল্লি সরকার। হোটেল, রেস্তরাঁ, পানশালায় বসে পানভোজন বন্ধ করার পর এবার রাজধানীতে বন্ধ হতে চলেছে সমস্ত বেসরকারি কার্যালয়। কর্মীরা বাড়িতে বসেই সারবেন অফিসের কাজ। সেই মর্মেই জারি হয়েছে নয়া নির্দেশিকা। জরুর পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে অবশ্য ছাড় দিয়েছে 'দিল্লি ডিজাস্টার অথরিটি ম্যানেজমেন্ট (ডিডিএমএ)'। ওমিক্রন-সংক্রমণ মোকাবিলায় সোমবারই বন্ধ হয়েছিল দিল্লির রেস্তরাঁ, হোটেলে বসে খাওয়াদাওয়া। বলা হয়েছিল, খাবার কিনে তা বাডিতে নিয়ে গিয়ে খেতে হবে। চালু থাকবে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। এতদিন ৫০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে চালু ছিল সরকারি ও বেসরকারি অফিস। এবার সেই নিয়মে বদল আনল ডিডিএমএ। নয়া

সব বেসরকারি অফিস বন্ধ

দিল্লিতে, বাড়ি থেকে কাজ

করুন, জারি নয়া নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি।। প্রতিদিন নির্দেশিকায় সমস্ত বেসরকারি অফিস বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ওই সমস্ত অফিসের ১০০ শতাংশ কর্মী বাড়ি থেকে কাজ করবেন। প্রত্যাশিতভাবেই জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে এই নিয়মের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে সোমবার ১৯ হাজারের বেশি নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। যা রবিবারের (২২,৭৫১) তুলনায় খানিকটা কম হলেও সামগ্রিক বিচারে প্রচুর। সোমবার রাজধানীতে সংক্রমণের হার ছিল ২৫ শতাংশ। যা গত ৫ মে-র পর সর্বোচ্চ। গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে ১৭ জন করোনা রোগীর মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি দিল্লি সরকার। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন বলেন, "আগামী দু-একদিনের মধ্যেই শহরে সংক্রমণ চূড়ায় পৌঁছবে। এমনও হতে পারে, আমরা বর্তমানে সংক্রমণের চূড়াতেই অবস্থান করছি। তারপর থেকে ক্রমশ নামবে সংক্রমণ।" এই পরিস্থিতিতে নয়া নির্দেশিকা জারি করেই সংক্রমণ মোকাবিলার পথে যাচ্ছে দিল্লি।

দেশে শুরু গোয়ায় 'খেলা' জমিয়ে দিলেন পাওয়ার বুস্টার টিকা শরদ পাওয়ার। কিন্তু তাঁর সর সম্পর্ণ

খেলা জমিয়ে দিলেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) প্রধান শরদ পাওয়ার। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের মন্তব্য, "গোয়ায় আসন্ন বিধানসভা ভোটের জন্য কংগ্রেস ও তণমলের সঙ্গে কথা চলছে।" তা হলে কি গোয়ায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে কংগ্রেস. এনসিপি-র সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াইয়ে নামতে চলেছে তৃণমূলও ? শরদের মন্তব্যের পর এ নিয়েই শুরু হয় নয়া জল্পনা। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা ভোট। একুশের নীলবাড়ির ভোটে বিপুল সাফল্যের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়েছেন দলকে জাতীয় রাজনীতিতে পাকাপোক্ত জায়গা করে দিতে। এ জন্য ত্রিপুরার পর তৃণমূলের পাখির চোখ গোয়া। সমুদ্রে ঘেরা রাজ্যে গুছিয়ে নিয়েছে বাংলার শাসক দল। হাত ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো

পানাজি, ১১ জানুয়ারি।। গোয়ায় ফেলেইরো। মমতার হাত ধরে রাজনীতিতে পা রেখেছেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ-সহ আরও অনেকে। ক'দিন আগেই গোয়ার এনসিপি বিধায়ক তথা আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আলেমাও চার্চিলও যোগ দেন ঘাসফুল শিবিরে। এক বার মমতা ও একাধিক বার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুরে এসেছেন গোয়া। কিন্তু ফেলেইরো ও চার্চিলের তৃণমূলে যোগদানের পর তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি ঘর ভাঙানোর অভিযোগ করেছে গোয়ায় প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। এমনকি তৃণমূলের সঙ্গে কোনও ধরনের জোটের কথাও সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতারা। এরই মধ্যে তৃণমূলের আগ্রাসী পদক্ষেপের সমালোচনা এসেছে শিবসেনার তরফেও। যে শিবসেনা ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে মহারাস্ট্রে সরকার চালাচ্ছে এনসিপি।এতদসত্ত্বেও রা কাড়েননি এনসিপি প্রধান। এবার মুখ খুললেন

ভিন্ন। মঙ্গলবার মুস্বইয়ে শ্রদ বললেন, ''আসন্ধ গোয়া বিধানসভার ভোটে জোট বেঁধে চলার জন্য কংগ্রেস ও তৃণমূলের সঙ্গে কথা বলছি। আমরা আমাদের পছন্দের আসনের তালিকা দিয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যেই সব চূড়ান্ত হয়ে যাবে। গোয়ার মানুষ বিজেপি-র শাসনে অতিষ্ঠ। এ বার বদল দরকার।" তাঁর এই মন্তব্যের পরই গোয়ায় বিজেপি-র বিরুদ্ধ মহাজোটের জল্পনায় ইন্ধন পড়েছে। যদিও কংগ্রেস এমন কোনও আলোচনার কথা প্রকাশ্যে মানতে চায়নি। এ দিকে গোয়া বিজেপি-তেও সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। সোমবার বিজেপি ছাড়েন দুই বিধায়ক। এর ফলে ঠিক ভোটের মুখে ৪০ সদস্যের গোয়া বিধানসভায় বিজেপি-র সদস্য কমে দাঁড়াল ২৩। সব মিলিয়ে ভোটের মুখে ক্রমেই উত্তেজক পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে গোয়ার রাজনীতি।

স্বেচ্ছাস্ত্যুর আবেদন করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলের বাবা

রায়পুর, ১১ জানুয়ারি।। ইভিএম ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে নেওয়া যথোপযুক্ত হতে পারে এই নিয়ে বিতর্ক আজকের নয়। বহু ব্যালটে ভোট ফেরানোর দাবি তুলতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এবার এক আশ্চর্য দাবি তুললেন ছতাশিগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের বাবা নন্দকুমার বাঘেল। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে চিঠি লিখে তিনি আবেদন করলেন, দেশজুড়ে সমস্ত নির্বাচনই সম্পন্ন হোক ব্যালটে। আর যদি তা না করা হয়, তাহলে তিনি 'স্বেচ্ছামৃত্যু'র পথ বেছে নেবেন। আর সেজন্য অনুমতি চাইলেন খোদ রাষ্ট্রপতির! ঠিক কী লিখেছেন তিনি? চিঠিতে তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, ''দেশের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ইভিএম মেশিনে আমি যে নামের পাশে বোতাম টিপছি, কোনও গ্যারান্টি নেই সেখানেই ভোটটা যাচ্ছে কিনা। এই পরিস্থিতিতে, যখন আমার সমস্ত অধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে, আমার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই হারিয়ে গিয়েছে।

বনাম ব্যালট।কোন পদ্ধতিতে ভোট আমার চৈতন্য আমাকে বেঁচে থাকার অনমতি দিচ্ছে না। মাননীয় রাষ্ট্রপতিজী, আপনি শপথ সময়ই রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়েছেন দেশের সংবিধানকে রক্ষা ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তুলে করার। কিন্তু আমার সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত নয়। আর তাই মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।" পাশাপাশি তাঁর দাবি, দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক, কোনও সংস্থাই এখনও পর্যস্ত প্রমাণ করতে পারেনি ইভিএম একশো শতাংশ ত্রুটিমুক্ত। তাই তিনি এমন পদ্ধতি চালু রাখার পক্ষে কোনও যুক্তিই দেখতে পাচেছন না।আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস। যদি তার মধ্যে ব্যালট পদ্ধতিতে ভোটদান ফের দেশজডে চালর ঘোষণা না করা হয় তাহলে ওইদিনই মৃত্যুর পথ বেছে নেবেন বলে জানাচ্ছেন 'রাষ্ট্রীয় মতদাতা জাগতি মঞ্চে'র সভাপতি প্রবীণ নন্দকুমার। উল্লেখ্য, এর আগেও তাঁকে এই বিষয়ে সরব হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এভাবে নিজের দাবি পূরণ না হলে স্বেচ্ছামৃত্যুর হুমকি দিতে এর আগে দেখা যায়নি তাঁকে।

যোগী মন্ত্ৰিসভা থেকে ইস্তফা স্বামীপ্রসাদের

লখনউ, ১১ জানুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটের আগে ধাকা খেল বিজেপি। মঙ্গলবার সকালে যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন প্রভাবশালী মন্ত্রী স্বামীপ্রসাদ মৌর্য। ঘণ্টা কয়েক পরেই অখিলেশ যাদবের উপস্থিতিতে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিলেন তিনি। স্বামীপ্রসাদের সঙ্গেই মঙ্গলবার বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপি ছাডার কথা জানিয়েছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই বিধায়ক রোশন লাল বর্মা এবং ভগবতী প্রসাদ সাগর। সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেওয়ার পরে অন্থসর সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতা স্বামীপ্রসাদ বলেন, "যোগী সরকার দলিত এবং অনগ্রসর বিরোধী নীতি নিয়ে চলছে। দলিত এবং অনগ্রসরদের অসম্মান করছে। তাই আমার এই সিদ্ধান্ত।" আগামী দিনে আরও নেতা-বিধায়ক বিজেপি ছাড়বেন বলে দাবি করেন তিনি। একদা মায়াবতী ঘনিষ্ঠ স্বামীপ্রসাদ দ'দফায় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন। পূর্ব

এরপর দুইয়ের পাতায়

সন্ধান মিললো আরও ছোঁয়াচে নয়া উপপ্রজাতির

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি।। একা ওমিক্রনে রক্ষে নেই, ইতিমধ্যেই আবার আসরে নেমে পড়েছে ওমিক্রনের 'ভাই' (সাব লিনিয়েজ তথা উপপ্ৰজাতি)। একে চিহ্নিত করা হয়েছে বিএ-১ হিসাবে। কোভিড ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং নিয়ে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীরাই জানিয়েছেন এই কথা। তাঁদের দাবি, ইতিমধ্যেই এই নতুন উপপ্রজাতি মহারাষ্ট্র-সহ দেশের আরও কিছু রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সংক্রমণের আধিক্যে 'ডেল্টা'র জায়গা নিচ্ছে সে। এখনও পর্যন্ত যতটুকু তথ্য মিলেছে, তা থেকে জানা যাচেছ বিএ-১ অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং দেশে বর্তমানে যে দ্রুত হারে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তার নেপথ্যে রয়েছে এটিই।এর উপসর্গ তেমন নেই. অসস্থতাও খব কম. সেভাবে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টটির প্রধান রূপটি ছাড়াও তিনটি সাব হয়েছেন ১,৭৯,৭২৩ জন। সক্রিয় লিনিয়েজের তথ্য এখনও পর্যন্ত

বিএ-২ এবং তিন বিএ-৩। এর সাব লিনিয়েজগুলিতে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ৬৯-৭০ বিন্যাসে একটি 'ডিলিশন' রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, দেশে হু হু করে কোভিড সংক্রমণ বাড়ছে ঠিকই। কিন্তু এর মধ্যে কেবলমাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ সক্রিয় কোভিড রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন পড়ছে। যদিও এই ছবিটা দ্রুত বদলে যেতে পারে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে লেখা একটি চিঠিতে ভ্ষণ জানিয়েছেন. কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় সক্রিয় করোনা রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির হার ছিল অনেকটাই বেশি. ২০-২৩ শতাংশ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সোমবার দেশে নতন করে করোনা আক্রান্ত এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রকাশ্যে এসেছে। এক বিএ-১, দুই

ঋণের আবেদন খারিজ

'প্রতিশোধ' নিতে ব্যাঙ্কে

আগুন লাগিয়ে দিলেন গ্রাহক!

ব্যাঙ্গালুরু, ১১ জানুয়ারি।। ঋণ না দেওয়ায় ব্যাঙ্ককে 'শাস্তি' দিলেন এক গ্রাহক। রাতের অন্ধকারে ব্যাঙ্কে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এলেন তিনি। ঘটনাটি কর্ণাটকের। এই ঘটনায় হাভেরি জেলার কানাড়া ব্যাঙ্কের একটি শাখায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শনিবারের ঘটনা। কর্ণাটকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের একটি গ্রামীণ শাখা ৩৩ বছরের এক যুবকের ঋণের আবেদন ফিরিয়ে দেয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন, ঋণ পাওয়ার অন্যতম প্রধান একটি শর্ত পুরণ করতে পারছেন না ওই গ্রাহক। ফলে ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়। কী শর্ত, তা —ও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যুবককে। বলা হয়, ঋণ পাওয়ার জন্য জরুরি সিবিল স্কোর কম আছে তাঁর। ঋণের আবেদন খারিজ হওয়ায় ব্যাক্ষের কর্মীদের সঙ্গে ওই যুবকের কোনও বচসা হয়েছিল কি না জানা যায়নি। শনিবার রাতে ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার পর সেখানে পৌঁছে যান তিনি। ব্যাক্ষের জানলা ভেঙে ভিতরে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। ব্যাঙ্ক থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। কিন্তু ততক্ষণে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। পাঁচটি কম্পিউটার, ফ্যান, আলো, পাসবুক প্রিন্টার, নগদ এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

মৃদু উপসর্গ হলেও খেতে ইচ্ছে করছে না ?

কোভিড আক্রান্তরা গলা ব্যথা কী করে সামলাবেন

কোভিড-স্ফীতির এই পর্যায়ে সংক্রমণের হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্ৰেই দেখা যাচ্ছে কোভিড আক্রান্তরা হয় উপসর্গহীন কিংবা মৃদু উপসর্গযুক্ত। জ্বর হয়তো দু'দিনে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাশি-ঠাভা লাগা-গলাব্যথা থেকে যাচ্ছে। এতে খাওয়াদাওয়ার ইচ্ছে কমে যাচ্ছে। ঢোক গিলতে অসুবিধা হচ্ছে বলে অনেকেই তরল জাতীয় খাবার বেশি খাচ্ছেন। কিন্তু গা গুলিয়ে বমি হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও বাড়ছে। অথচ শরীরে পর্যাপ্ত

পরিমাণে পুষ্টি না গেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পথটা আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই জেনে নিন এই পরিস্থিতি কী করে সামলাবেন। ১। বমির প্রবণতা আটকাতে আদা শ্রেষ্ট ঘরোয়া টোটকা। অল্প করে কেটে ছোট ছোট আদার টুকরো মুখে দিতে পারেন। খুব ধীরে ধীরে চিবিয়ে আদার রস গিলুন। এই ভাবে খেলে বমির প্রবণতা অনেকটা কমে। গলায়ও আরাম পাবেন। আদা চা খেতে পারেন। অনেক ধরনের আদার লজেন্সও পাওয়া যায়। সেগুলি

মুখে খুসখুসে কাশিও কমবে। ২। প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে বা সালফার রয়েছে এমন খাবার এই সময় না খাওয়াই ভাল। বমির প্রবণতা কমে গেলে ফের খেতে পারেন। ঢোক গিলতেও অসুবিধা হলে আরও এড়িয়ে চলুন। ৩। ঝাল-মশলাওয়ালা ছাড়া খাবার খান। যার স্বাদ খুব একটা কড়া নয়। কলা, দই ভাত, আপেল সেদ্ধর মতো খাবার খেতে পারেন। ৪। কখনওই একবারে অনেক খাবার খেতে যাবেন না। বারে বারে অল্প পরিমাণে খান।

৫। বমি পেলে লেবু অত্যন্ত কার্যকর। লেমন অয়েল শুকলেও বমির প্রবণতা কমে যায়। তা ছাড়া লেবুর রস তো রয়েছেই। মাঝেমাঝেই লেবুর রস মুখে দিন। বমি-ভাবের অস্বস্তি থেকে অনেকটাই রেহাই পাবেন। ৬। গলা ব্যথা কমাতে বারে বারে নানা রকম ভেষজ চা খেতে পারেন। তুলসী-চা মধু দিয়ে এ ক্ষেত্রে দারুণ উপকারী।

৭। পিপারমেন্ট অয়েল যদি বাড়িতে থাকে তা হলে সঙ্গে নিয়ে বসুন। বেশ কিছু বানিয়েও খেতে পারেন।



সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে পিপারমেন্ট অয়েল শুকলে বমির প্রবণতা অনেকটা কমে যায়। পিপারমেন্ট-টি ৮। খাওয়ার জল সামান্য ঈষদুষ্ণ খেতে পারেন। এতে গলায় যেমন আরাম হবে, তেমনই হজম ক্ষমতা

লিগে আজ

মুখোমুখি

রামকৃষ্ণ, টাউন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১

জানুয়ারি ঃ টিএফএ পরিচালিত

চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র লিগে

বুধবার মুখোমুখি হবে রামকৃষ্ণ

দলই রাখাল শিল্ডের কোয়ার্টার

নিয়েছে। মূলতঃ জম্পুইজলার

ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে

উত্তরবঙ্গের ৫ ফুটবলার রামকৃষ্ণ

প্রত্যেকেই রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে

সুযোগ পায়নি। শিল্ডের ম্যাচের

পরের দিন থেকেই তাই কোচ

নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়েন।

দলগত শক্তির বিচারে অবশ্যই

এগিয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাব। তবে

সুবোধ দেববর্মা-র দলও লিগে

নিজেদের প্রমাণ করতে চাইবে।

কৌশিক রায় ফুটবলারদের

ক্লাবের হয়ে মাঠে নামবে।

শিল্ডের প্রথম ম্যাচে এরা

মাঠে নেমেছিল। তবে

একদিনও অনুশীলন করার

ক্লাব এবং টাউন ক্লাব। দুইটি

ফাইনালে হেরে বিদায়

টাউন ক্লাব। অন্যদিকে,

স্থানীয়দের পাশাপাশি



প্রদর্শনীর স্টলে ক্ষত-বিক্ষত উমাকান্তের সামনের মাঠ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ঃ উমাকান্ত স্কুলের সামনের মাঠে প্রদর্শনীর জন্য স্টল নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে কোভিড পরিস্থিতি বেড়ে যাওয়ার কারণে ওই প্রদর্শনী বাতিল হয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে স্টলগুলিও। কিন্তু তাতে কি? যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। কাবাডি এবং হ্যান্ডবল কোর্ট স্টলের ধাক্কায় একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। লোহার টুকরো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এছাড়া বাঁশ এবং কাঠের টুকরোও দুইটি কোর্টের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাল গর্ত। সারা বছর এই মাঠেই খেলোয়াড়রা প্রশিক্ষণ নেয়।ক্রীডাপ্রেমীরা মাঠের এই করুণ অবস্থা দেখে কাজের দায়িত্বে থাকা ডেকোরেটারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল। যদিও করার চেষ্টা করেন তারা। যদিও তার নেওয়া হয় উমাকান্তের সামনের সেই অনুরোধে কোন কাজ হয়নি। দেখা পাওয়া যায়নি। দুই মাঠকে। অনেক সংস্থা খেলার



বস্তুতঃ কয়েকজন ক্রীড়াপ্রেমী এবং কয়েকজন তরুণ ক্রীড়া সংগঠক বুঝতেই পারছেন না এই অবস্থায় কাদের সাথে দেখা করবেন তারা। শেষ পর্যন্ত ক্রীডা ও যুবকল্যাণ দফতরের অধিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ

বাতিল জাতীয় ক্রসকান্ট্রি

টাকা ফেরত চাইছে অ্যাথলিটরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ দল পাঠানো হয়েছে তখনই নাকি খেলোয়াড়দের

জানুয়ারি ঃ বাতিল হয়ে গেলো জাতীয় ক্রসকান্ট্রি দৌড়। কাঁধেই খরচের বোঝা চাপানো হয়েছে। কখনও বীরেন্দ্র

আগামী ১৫ জানুয়ারি নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমায় মজুমদার তো কখনও অন্য কেউ। রূপক গোষ্ঠীর

এই জাতীয় ক্রসকান্ট্রি দৌড় হওয়ার কথা ছিল। দেশে নির্দেশে তারাই অ্যাথলিটদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে

করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অ্যাথলেটিক্স দল পাঠিয়েছে। অবশ্য এরাজ্যে টিসিএ এবং টিএফএ

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এই জাতীয় ক্রসকান্ট্রি দৌড়

বাতিল ঘোষণা করেছে। তবে সম্ভাব্য রাজ্য দলে যাদের

সুযোগ দেওয়ার কথা বলে নগদ টাকা নেওয়া হয়েছিল

তার কি হবে? অর্থাৎ অ্যাথলিটদের কাছ থেকে যে

টাকা নেওয়া হয়েছিল তা ফেরত দেওয়া হবে কি না তা

নিয়েই প্রশ্ন। জানা গেছে, কোহিমায় যাদের পাঠানো

হবে বলে জানানো হয়েছিল তাদের মধ্যে অনুধর্ব ১৬

দলের ক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা এবং বাকিদের সবার ক্ষেত্রে

জন প্রতি ৫০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল এন্ট্রি ফি বা

রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ। যারা টাকা দিয়েছে এখন তাদের

প্রশ্ন তাদের টাকা কি আদৌ ফেরত দেওয়া হবে কি

নাং যেহেতু এরাজ্যের সিংহভাগ খেলোয়াড় বা

অ্যাথলিট গরিব ঘরের ছেলে-মেয়ে তাই তাদের পক্ষে

উপ-অধিকর্তার সাথে দেখা করেছেন। তারা আশ্বাস দিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলারের সাথে মাঠ ঠিক করা নিয়ে কথা বলা হবে। যে কোন সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানের জন্য বেছে

ছাড়া বাকি প্রায় সব স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাই জাতীয়

আসরে দল পাঠাতে খেলোয়াড়দের কাছে হাত পাতে।

তবে ঘটনা হচ্ছে, এরাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি

কমিটি গঠন বা কমিটি দখলের সময় যেভাবে মাঠে

নামে জাতীয় আসরে দল পাঠানোর সময় কিন্তু তাদের

পকেট খালি বা রাজ্য সরকার সাহায্য দেয় না বলে

চিৎকার শোনা যায়। এটা সত্য যে, বর্তমান সরকারের

আমলে এরাজ্যে খেলাধুলার বাজেট যেমন কমে গেছে

তেমনি স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির সরকারি সাহায্য

কমছে ব্যাপকভাবে। ফলে সমস্যা বেড়েছে। কিন্তু এই

আর্থিক সমস্যা কিন্তু খেলোয়াডদের কাঁধে বোঝা হিসাবে

চাপানো হচ্ছে।ক্রীড়া পর্যদ অনুমোদিত হউক বা ত্রিপুরা

রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা অনুমোদিত সবারই একই ঘটনা।

কোর্টগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে স্টল তৈরি করে। কিন্তু সবাই তো আর সমান নয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কাবাডি বা হ্যান্ডবলের কোর্টের উপর স্টল তৈরি করার ফলে বিশাল বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এক তরুণ ক্রীড়া সংগঠক জানিয়েছেন, অতীতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা নিজেদের অর্থে সারাই করেছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ক্রীড়া আইন নিয়ে পর্যদের সাথে সংঘাত তৈরি হয়েছে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির। ফলে পর্ষদ থেকে এখন আর অর্থ পায় না তারা। তাই নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে মাঠগুলি সংস্কার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।এই অবস্থায় তারা কিছুটা দিশেহারা। কোথায় যাবেন, কার সাহায্য চাইবেন সেটাই বুঝতে পারছেন না। রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ সত্যিই রসাতলে যেতে বসেছে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। স্থগিত হয়ে গেলো খেলো ইভিয়া যুব গেমস। আগামী ৫ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি হরিয়ানাতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ প্রবল আঘাত হেনেছে। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ জারি হচ্ছে। ফলে সাই কর্তৃপক্ষ খেলো ইভিয়া যুব গেমস স্থগিত রেখেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী সময়ে সবার সঙ্গে কথা বলে নতুন তারিখ ঠিক করা হবে বলে জানিয়েছেন খেলো ইভিয়া যুব গেমসের মেম্বার সেক্রেটারি শিবানন্দ মিশ্র।

ইভিয়া যুব গেমস স্থগিত

বলেন, 'অপূর্ব ইনিংস। বিরাট ইনিংস

খেলে গেল কোহলী।"দক্ষিণ

আফ্রিকার হয়ে শুরু থেকেই আগুন

ঝরাচ্ছিলেন রাবাডারা। বাঁহাতি

মার্কো জানসেন ভারতীয় ব্যাটারদের

ত্রাস হয়ে উঠেছেন গোটা সিরিজেই।

কেপটাইনেও দেখা গেল তাঁকে

খেলতে বেশ বিপদে পড়ছেন অজিঙ্ক

রহাণেরা। তিন উইকেট নিয়েছেন

পেসারদের দাপটের সামনে একা কুম্ভ হয়ে লড়লেন বিরাট কোহলি

সেটা মেনে নেয় না। পুলিশ দল ব্যতিক্রম হবে কি করে ? এক সময় ছিলেন রেফারি। এখন পুরোদস্তর কোচ খোকন সাহা। এবারও লালবাহাদুর-র দায়িত্ব তার উপর। পলিশের বিরুদ্ধে ড করে স্বভাবতই বিষণ্ণ। পরবর্তী সময়ে এটা হয়তো বড ফ্যাক্টর হতে পারে এমন আশঙ্কা করেছেন তিনি। দল খারাপ খেলেছে এমন নয়, তবে সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাতে পারেনি। এই জন্যই ম্যাচ ড হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলারকে নিয়ে চডান্ত হতাশ তিনি। তিনি ●এরপর দুইয়ের পাতায়

কেপটাউন ১১ জানুয়ারি।। যখন আউট হয়ে ফিরছেন গাওস্কর কেপটাউনে প্রথম দিনটা বিরাট কোহলির। দক্ষিণ আফ্রিকার চার পেসার সারা দিন অসাধারণ বল করে দিনটা গেলেও, ভারত অধিনায়কেরই। দুই ওপেনারকে হারিয়ে ভারতীয় দল যখন ধুঁকছে, সেই সময় চেতেশ্বর পুজারাকে সঙ্গে নিয়ে হাল ধরলেন কোহলি। দিনের শেষে ভারত তুলল ২২৩ রান।জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ১৭/১। দিনের শেষ অবধি যদিও থাকতে পারলেন না কোহলি। ৭৯ রান করে। ফিরলেন কাগিসো রাবাডার বলে আউট হয়ে। কিন্তু তাঁর এই ইনিংস যে কোনও শতরানের চেয়ে কম নয়, সেটা মেনে নিলেন স্বয়ং সুনীল গাওস্কর। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় কোহলির ইনিংসের উচ্ছুসিত প্রশংসা শোনা গেল তাঁর মুখে। কোহলি

জানসেন। রাবাডা নিয়েছেন চার উইকেট। একটি উইকেট নেন দুয়ান অলিভিয়ের এবং লুঙ্গি এনগিডি। একটি উইকেট পেয়েছেন স্পিনার কেশব মহারাজও।ভারতের দুই ওপেনার লোকেশ রাহুল (৩৫ বলে ১২ রান) এবং ময়াঙ্ক আগরওয়াল (৩৫ বলে ১৫ রান) রান পাননি। পুজারা আগের টেস্টে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই যেন শুরু করলেনে মঙ্গলবার। ৭৭ বলে ৪৩ রান করেন তিনি। দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দিয়েছেন ভারতের তিন নম্বর। তাঁর দ্রুত রান তোলা দেখে শুরুতে কোহলি বেশ কিছু বল দেখে খেলেন। পুজারা ফিরতে আশা ছিল রহাণের সঙ্গে বড় গড়ার কথা রানের জুটি গড়তে দেখা যাবে কোহলীকে। কিন্তু রাবাডার বলে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন রহাণে (১২ বলে ৯ রান)। অন্য দিনের তুলনায় অনেক সতর্ক ছিলেন পস্থ। অধিনায়কের সঙ্গে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ৫০ বলে ২৭ রান করেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক। তাঁর আউট হওয়ার ধরন নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতেই পারে।পস্থ ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আউট হয়ে যান অশ্বিনও। মাত্র ২ রান করেন তিনি।তাঁরা ফেরার পর ক্রমশ সঙ্গীহীন হয়ে পড়ছিলেন কোহলী। শার্দূল ঠাকুর ৯ বলে ১২ রান করেন। কিন্তু বেশি ক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারলেন না।সতীর্থদের দ্রুত ফিরতে দেখে কিছুটা মনঃসংযোগ নষ্ট হয় কোহলীর। অফস্টাম্পের বাইরের বল এত ক্ষণ দারুণ ভাবে সামলে দেওয়া কোহলী সেই ফাঁদেই পা দিলেন। ক্রিকেটের স্বার্থে তা কে জানে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত - কিল্লা মর্নিং ক্লাবকে। ম্যাচের ৩২ আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ঃ হয়েছে।ফলে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এই স্কুলের। অতীতে খেলাধুলার

টিএফএ পরিচালিত মহিলা লিগ ফুটবলে লড়াই করে জিতলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ২-১ গোলে পরাস্ত করলো কিল্লা মর্নিং ক্লাবকে। প্রথম ম্যাচে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছিল কিল্লা মর্নিং ক্লাব। অন্যদিকে, মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের কাছে ২-১ গোলে হেরে গিয়েছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ফলে মহিলা লিগে খেতাবি লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে স্পোর্টস স্কুলের কাছে ম্যাচ জেতা অত্যস্ত জরুর ছিল। খুব ভালো না খেলেও মঙ্গলবার তারা জয় তুলে নিলো। কিল্লা মর্নিং ক্লাব এবারই প্রথমবার মহিলা লিগে অংশগ্রহণ করেছে। তবে প্রথমবারই বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা নেহাৎ ফেলনা শক্তি নয়। তাদেরকে অবহেলা করলে ভুগতে হবে প্রতিপক্ষ দলগুলিকে। এদিন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সামনেও কঠিন লড়াই ছুঁড়ে দিতে সক্ষম হয়েছে তারা। এটা ঠিক যে, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পুরোনো রমরমা আর নেই। পর পর দুই দফায়

যে আদর্শ পরিবেশ ছিল সেটাও বর্তমানে উধাও। বলা যায়, টিম টিম করে চলছে স্পোর্টস স্কলে ৫২ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করে খেলাধুলা। ফলে তাদের খেলার মধ্যে পুরোনো ঝলক দেখা যাবে আরও কিছু সুযোগ দুই দলের না এটাই প্রত্যাশিত ছিল। প্রথম কাছে এসেছিল। কিন্তু ম্যাচে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে সু যোগগুলি কাজে লাগাতে কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে স্পোর্টস স্কুল। তারা ২-১ গোলে হারালো

মিনিটে কিল্লাকে এগিয়ে দেয় থাইবতি জমাতিয়া। ম্যাচের ৪৭ মিনিটে স্পোর্টস স্কুলকে সমতায় নিয়ে আসে ধনিতা রিয়াং। এরপর বাসন্তী রিয়াং। গোল করার পারেনি কোন দলই। ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লো স্পোর্টস স্কুল।

ফের হার এসাস হস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি।। ফের হার এসসি ইস্টবেঙ্গলের। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তঅবধি লড়েও হারতে হল তাদের।৮৯ মিনিটে গোল করেন জামশেদপুরের পণ্ডিতা। তার গোলেই হার ইস্টবেঙ্গলের। ০-১ ব্যবধানে হেরে গেল তারা। প্রথমার্ধ গোলশূন্য ভাবেই শেষ হয়। জামশেদপুরের পায়ে বেশি বল থাকলেও গোল করতে পারেনি তারা। কিছু সুযোগ তৈরি করলেও কাজে লাগাতে পারেনি এসসি ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রতিটা বলের জন্য লড়াই করল তারা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই লডাই দেখা গেল। মঙ্গলবার প্রথম একাদশে এগারো জন ভারতীয়কে নিয়ে শুরু করেছিল এসসি ইস্টবেঙ্গল। আইএসএল-এ প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটল। ৫৫ মিনিটে বিদেশি ড্যারেন সিডোলকে মাঠে নামালেন রেনেডি। আদিল খানের জায়গায় নামলেন সিডোল। শেষ ম্যাচে মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে রেনেডি সিংহের দলকে উজ্জীবিত লেগেছিল। জিততে না পারলেও লাল-হলুদের খেলা মন কেডেছিল সমর্থকদের। আশা ছিল মঙ্গলবারের ম্যাচে জয় তুলে নেবে প্রিয় দল। কিন্তু পারলেন না অরিন্দম ভট্টাচার্যরা। শেষ মুহূর্তে তিনি না বাঁচালে আরও একটি গোল খেতে পারত লাল-হলুদ। ১১ ম্যাচে জয়হীন ইস্টবেঙ্গল।

লালবাহাদুরকে রুখে দিলো পূ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ঃ কখনও মেঘ, কখনও রোদ। ত্রিপুরা পুলিশের ফুটবল দলের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই এটা বলা যায়। কারণ কখন তারা ভালো খেলবে, বড় দলকে কাঁদিয়ে ছাড়বে সেটা যেমন তারা নিজেরাও জানে না তেমনি গোটা দল কখন এক সাথে ডুবে যাবে সেটাও তাদের জানা নেই। কোন কালেই দলে প্রতিভাবান ফুটবলারের অভাব ছিল না। রাজ্যের বাছাই করা সেরা ফুটবলারদেরই পুলিশে নিয়োগ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ। বর্তমানে যারা খেলছে তাদের অনেকেরই বয়স হয়েছে। তারপরও যখনই মাঠে নামে দর্শকদের একটা প্রত্যাশা থাকে। ফুটবল শৈলীর জোরে পুলিশ বাহিনী রাজ্যে একটা সমর্থক গোষ্ঠীও তৈরি করে ফেলেছে। খেতাবের দৌড়ে থাকে না, কিন্তু বড় দলগুলিকে যখন-তখন খেতাবের লক্ষ্য থেকে

দরে সরিয়ে দেয়। মঙ্গলবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সেরকমই একটি ম্যাচ উপহার দিলো তারা। এই বছর সিনিয়র লিগে খেতাবের অন্যতম বড় দাবিদার বিগ বাজেটের লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারকে প্রথম ম্যাচেই আটকে দিলো। প্রথমার্ধে সেরকম উপভোগ্য ফুটবল হয়নি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুইটি দলই অনেক বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে তাকে তুলে ইতিবাচক ফুটবল খেললো। ফলে তৈরি হয় একাধিক আক্রমণ। যার ফসল ২টি গোল। লালবাহাদুর বনাম পুলিশের ম্যাচটি ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। দুই দলের সামনেই গোল করার সুযোগ এসেছিল। তবে দুই দলের গোলকিপারই এদিন বেশ ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে। ফলে গোল সংখ্যা বাড়েনি। প্রথমার্ধে মূলতঃ মাঝমাঠেই ম্যাচ সীমাবদ্ধ ছিল। মূলতঃ প্রতিপক্ষকে মেপে

নেওয়ার জন্য দুইটি দল শুরু থেকে সক্রিয় ছিল। ফলে সেভাবে আক্রমণ তৈরি হয়নি। বিদেশি ফুটবলারকে প্রথম একাদশে রেখে মাঠে নেমেছিল লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। তবে তাদের বিদেশি ফুটবলার প্রথম ম্যাচেই ফ্লুপ করলো। এতটাই শোচনীয় ফুটবল খেললো যে, কোচ খোকন সাহা নেন। এগিয়ে চল সংঘ বা ফরোয়ার্ড ক্লাব বিদেশি নির্বাচনে যতটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে সেটা পারেনি লালবাহাদুর। প্রথমার্ধে গোলশূন্যভাবে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে আক্রমণে ঝাঁপায় লালবাহাদুর। একাধিক সুযোগও তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লালবাহাদুর-কে এগিয়ে দেয় রোনাল সিং সাইখম। দেবরাজ-র শট প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের হাতে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

লালবাহাদুর। তবে বেশি সময় তারা ধরে রাখতে পারেনি এই গোল। চার মিনিট পরই দূরস্ত ফ্রি কিক থেকে পুলিশ বাহিনীকে সমতায় নিয়ে আসে বাদল দেববর্মা। লালবাহাদ্র -র গোলকিপার বলের ফ্লাইট বুঝতে পারেনি ঠিক কথা, তবে এতদূর থেকে যেরকম নিখুঁত শট নিলো বাদল তার জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ম্যাচ সমতায় ফিরে আসার পর দুইটি দলেরই আক্রমণ আরও তেজি হয়। যদিও আর কোন গোল হয়নি। দই দলের গোলকিপারই এদিন বেশ ভালো খেললো। বেশ কয়েকবার দলের পতন বোধ করেছে তারা। রেফারি তাপস দেবনাথ লালবাহাদর-র রোনাল সিং সাইখম এবং ত্রিপুরা পুলিশের বেঞ্জামিন দেববর্মা-কে

ক্রীড়া দফতরের নজিরবিহীন ব্যর্থতা

বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলে মাত্র

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ঃ শিক্ষককে চিঠি দিয়ে জানানো ক্রীড়ামন্ত্রী বদল করেও যে রাজ্যে ক্রীড়া উন্নয়নের কোন গতি হচ্ছে না বা পরিবর্তন হচ্ছে না তা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বাধারঘাট সেন্টারে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির চিত্রটা একবার দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। গত ৩১ ডিসেম্বর বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। ১ জানুয়ারি ক্রীড়া দফতর থেকে জিরানিয়ার কেউ নেই।জানা গেছে:

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলের প্রধান হয়েছে যে, এই শিক্ষা বছরে (২০২১-২২) চতুর্থ শ্রোণি এবং পঞ্চম শ্রেণিতে নয়জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে হবে। এই নয়জনের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে, এই নয়জনের মধ্যে একজনও পশ্চিম জেলার নয়। অর্থাৎ সদর, আগরতলা, মোহনপুর,

শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নাকি একাধিক সিলেকশন কমিটি গঠন করেছিল ক্রীড়া দফতর। বিভিন্ন জেলায় এই সিলেকশন দলও পাঠানো হয়েছিল। এতে ক্রীড়া দফতর তথা রাজ্য সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকাও খরচ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, ক্রীড়া দফতর মাত্র নয়জনকে বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলে ●এরপর দুইয়ের পাতায়

Tripura Cricket Association Agartala, Tripura

Press Notice Inviting tender No. 08/TCA/AGT/2021-22

Dated: Agartala, 08/

01/2022 1. Name of Work :- Construction of seating slab of Gallery at Mohanpur H.S. School ground during the year 2021-22. DNIT No. 07/TCA/AGT/21-22 Estimated Cost Rs. 27,71,605/- EMD Rs.

Time for completion: 60 (Sixty) Days 2. Name of Work :- Maintenance of Gallery at East side of M.B.B. Stadium during the year

2021-22. DNIT No. 08/TCA/AGT/21-22 Estimated Cost Rs. 3,68,614/- EMD Rs. 3686/-Time for completion: 30 (Thirty) Days Details tender notice and other details may be seen in the office of the Tripura Cricket Associa-

tion and tender notice may be available / seen in the TCA website www.tcalive.com. The tender document may be available in the TCA website only for download up to 03 PM or 17.01.2022 by interested competitors for submission / dropping within 3.00 PM on 18.01.2022 at Tripura Cricket Association, Agartala. (Kishore Kumar Das)

Joint Secretary

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বিনোদ-দের উৎসাহী করেছে। তাই

৫০০ টাকা শুধুমাত্র এন্ট্রি ফি বা রেজিস্ট্রেন ফি হিসাবে জাতীয় আসরে দল পাঠানোর সময় সিংহভাগ টাকা

দেওয়া কম নয়। তাদের অবশ্য কোহিমা গেলে দিতে হচ্ছে খেলোয়াড়দের। গত কয়েক মাসে বিভিন্ন

যাতায়াতের সময়ের খাবারের টাকা দিতে হতো। কিন্তু ইভেন্টের জাতীয় আসরে ত্রিপুরা থেকে দল গেছে।

এখন তো আসরই বাতিল। ফলে খেলোয়াড়দের প্রশ্ন, জানা গেছে, টিসিএ ও টিএফএ ছাড়া বাকিরা সবাই

তাদের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হয়েছে তা আদৌ খেলোয়াড়দের কাঁধে খরচের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে

ফেরত দেওয়া হবে কি না। তাদের কাছে ৫০০ টাকাই চলছে। মুখে মুখে ক্রীড়া বিপ্লবের কথা যারা বলেন

আনেক। পসঙ্গত অতীতেও নাকি যখনই রূপক গোষ্ঠীব দেখা যাতে তাদের হাতেই খেলোয়াদ্রবা সরচেয়ে

ব্যানারে কোন জাতীয় বা পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স মিটে বেশি বঞ্চিত ও শোষিত হচ্ছে।

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ঃ রাখাল শিল্ডের প্রথম ম্যাচে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল। ওই ম্যাচে খেলেনি দলের নির্ভরযোগ্য স্টপার অনুপ এমএল। লিগের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামলো অনুপ এমএল। পুলিশের রক্ষণভাগের চেহারাও পাল্টে গেলো। লালবাহাদুর-র শক্তিশালী আক্রমণভাগ বেশ কয়েকবার আক্রমণে এসেছিল। গোলের সুযোগও তৈরি করেছে। তবে পুলিশের রক্ষণভাগও কিন্তু এদিন বসে থাকেনি। অনুপ এমএল-র

পিছিয়ে পড়েও লালবাহাদুর-কে আটকে দিয়েছে। বলা যায়, শুরুতেই পুলিশ বাহিনী এই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলো যে আরও বেশ কিছু অঘটন তারা ঘটাবে। ম্যাচ থেকে পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তারপরও পয়েন্ট এসেছে।স্বভাবত সম্ভষ্ট পলিশ শিবির। কোচ সন্দীপ দাস জানিয়েছেন, রাখাল শিল্ডের তলনায় এদিন দলের খেলা অনেক ভালো হয়েছে। যত সময় গডাবে ফুটবলাররা আরও ভালো খেলবে। অন্তত তাদের সেই ক্ষমতা আছে।

নেতত্ত্বে বেশ ভালোভাবে লাল লালবাহাদুর যে পেনাল্টি পেয়েছে আক্রমণের মোকাবেলা করেছে। সেটা মানতে পারেননি তিনি। এই বিষয়টা রবীন্দ্র, সাগর, অবশ্য এটাই স্বাভাবিক যে, কোন

স্টেডিয়ামের পেছনে বিশাল অঙ্কের প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ঃ অর্থখরচনা করে সেই অর্থে রাজ্য জোরকদমে চলছে আন্তর্জাতিক জুড়ে ক্রিকেটিয় পরিকাঠামো গড়ে স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ। রাজ্যের তোলা হবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা ক্রিকেটপ্রেমীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন তাদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত ছিল একটি আন্তর্জাতিক জানায়। কিন্তু যত সময় গড়ালো দেখা গেলো, তাদের সেই সিদ্ধান্ত স্টেডিয়াম। তবে স্বপ্নের সাথে বাস্তবে যোগসূত্র থাকাও খুব শুধু প্রাথমিকভাবে হাততালি জরুরি। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, এই পাওয়ার জন্য। পূর্বতন কমিটির আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নির্মাণে এই মতো তারাও স্টেডিয়াম নির্মাণের যোগসূত্র তৈরি হয়েছে কিং এই কাজে অগ্রসর হয়েছে। কয়েকশো স্টেডিয়াম নিয়ে অতীতে অনেক কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্টেডিয়াম বিতর্ক হয়েছিল। বিশাল আর্থিক নির্মিত হলে রাজ্যের ক্রিকেট কি কেলেঙ্কারি তৈরি হওয়ায় প্রথম অনেক এগিয়ে যাবে? টিসিএ কি দফায় পুরো প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচ করার গিয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় ফের সুযোগ পাবে ? উত্তরটা এককথায় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু কয়েক নেতিবাচক। আন্তর্জাতিক ম্যাচ বছর কাজ হওয়ার পর বন্ধ হয়ে পাওয়ার একমাত্র শর্ত শুধু পড়েছিল। এরপরই বর্তমান কমিটি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নয়। টিসিএ-র দায়িত্বে আসে। শুরুর আন্তর্জাতিক মানের হোটেল থেকে দিকে তারা কিন্তু এই স্টেডিয়াম শুরু করে আরও অনেক কিছু এর নিয়ে মোটেই উৎসাহী ছিল না। সাথে জড়িয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষে

বিশ্বের আর কোথাও এতগুলি স্টেডিয়াম নেই। শুধু পূর্বাঞ্চলেই সাত থেকে আটটি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম রয়েছে। যেগুলিতে ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক ম্যাচও সম্পন্ন হয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নির্মাণ হলেও তিন বছরে হয়তো একটি ম্যাচ পাওয়া যাবে। যদি অন্যান্য সমস্ত শর্তগুলি পূরণ হয় তবেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এখন শুধুমাত্র এমবিবি এবং পিটিএজি-কে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টিসিএ-র বিশাল অক্ষের অর্থ খরচ হয়। অসংখ্য কর্মী নিয়োজিত দুই মাঠের জন্য। আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নির্মিত হলে রক্ষণাবেক্ষণের খরচও আরও বেড়ে যাবে। এই অতিরিক্ত অর্থও কিন্তু টিসিএ-র কোষাগার থেকেই যাবে। প্রথম দিকে টিসিএ-র বর্তমান কর্তারা আস্তর্জাতিক

স্টেডিয়ামের সংখ্যা অনেক। সারা

অ্যাকাডেমি ভেবেছিলেন। কিন্তু এখন সেই পথ থেকে সরে এসেছেন তারা। এখানেই প্রশ্ন ক্রিকেটপ্রেমীদের। হঠাৎ স্টেডিয়াম নিয়ে এত উৎসাহ কেন? আন্তর্জাতিক ম্যাচ পাওয়া যেখানে খুব কঠিন সেখানে এই ধরনের কাজের পেছনে না ছুটে রাজ্য জুড়ে ক্রিকেটিয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা, গোটা রাজ্যে অন্তত তিন থেকে চারটি অ্যাকাডেমি গড়ে তুললে রাজ্যের ক্রিকেট অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতো। আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম তৈরি হওয়া মানেই এখানে বছর বছর আন্তর্জাতিক ম্যাচ হবে এমন নয়। অনেক অনুরোধ করে হয়তো তিন-চার বছরে একটি ম্যাচ পাওয়া যাবে। পূৰ্বতন কমিটিগুলি একটা অলীক স্বপ্নের পেছনে ছুটেছিল। আর বর্তমান কমিটি সেই স্বপ্নটাকেই বাস্তব রূপ দিতে চলেছে। কতটা

Tripura Cricket Association

তাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, একটি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নির্মাণের অসুবিধাগুলি স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

© 9436940366 Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

করোনা বিধি ও কারফিউ লঙ্ঘন করে চলছে পিঠে পুলি উৎসব



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ জানুয়ারি।। রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্যের খেলা চলছে! প্রশাসনিক কর্তাদের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে হাজারো প্রশ্ন। একইভাবে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারছেন না পুলিশবাবুরাও। কারণ মুখ্যসচিব করোনাবিধি কার্যকরের জন্য যে নির্দেশিকা জারি করেছেন তা মানা

হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব পুলিশ এবং প্রশাসনের। কিন্তু তাদের উপস্থিতিতে কিভাবে শান্তিরবাজারে পিঠে-পুলির উৎসব চলছে তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শান্তিরবাজার দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্যোগে স্থানীয় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ঘটা করে মঙ্গলবার

দিনে মেলায় প্রচুর মানুষের ভীড় হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, করোনাবিধি লঙ্ঘন করে কিভাবে উৎসব চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন প্রশাসনিক কর্তারা ? অনুমতি দেওয়ার পেছনে কোনো রাজনৈতিক চাপ লুকিয়ে আছে কিনা? আগরতলাতেও প্রাথমিক অবস্থায় করোনাবিধি লঙ্ঘন করে বিভিন্ন ধরনের মেলা সন্ধ্যায় মেলার সূচনা হয়। প্রথম 🛮 শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদী

মেলা মাঝপথে বন্ধ করতে বাধ্য হয় প্রশাসন। কিন্তু একই প্রশাসনের দুই নীতি কিভাবে কার্যকর হচ্ছে? আগরতলায় মেলা বন্ধ হলেও শান্তিরবাজারে কিভাবে মেলা চলছে? সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় প্রথম দিনের উৎসবে যারা এসেছেন তাদের অধিকাংশরাই মাস্কবিহীন ছিলেন। এক কথায় প্রশাসনিক কোনো নির্দেশই শান্তিরবাজারে কার্যকর হচ্ছে না। অথচ থানার বড়বাবু লোক-দেখানোর জন্য সোমবার গভীর রাতে রাস্তায় নেমে পড়েন। অবশ্য তারা রাস্তায় নেমেছিলেন যানবাহন চালকদের শায়েস্তা করতে। কিন্তু তাদের উপস্থিতিতে কিভাবে উৎসব চলছে তার কোনো উত্তর নেই। প্রশাসনের নির্দেশ অমান্যের খেলা আর কতদিন চলবে— প্রশ্ন শান্তিরবাজারবাসীর।

জমি বিক্রি

আগরতলা আখাউড়া রোডে ওয়েস্টার্ন ক্লাব সংলগ্ন ৩ গভা জায়গা বিক্রি করা হইবে উপযুক্ত ক্রেতারাই ফোন করবেন। যোগাযোগ—

PH - 8730805516

বিক্ৰয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ, চিপস বিক্রয় হয়।

শিবশক্তি কেরিং সেন্টার Mob - 8413987741 9051811933

বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়

ভৰ্তি চলিতেছে

Skill Development এর অধীনে Tripura Mahila Welfare Society দারা Elderly caretaker (আয়া) এর জন্য ট্রেনিং এর উপর ভর্তি চলিতেছে। স্থান ঃ-Old Agartala

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 9436461761 977457362

গভীর রাতে শহরে রক্তাক্ত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ১১ জানুয়ারি** ।। রাতের অন্ধকারে শহরে ঘোরাফেরা করছে দুষ্কৃতিরা। গভীর রাতে রাস্তায় মারধর এবং লুটপাটের অভিযোগ উঠছে। সাদা কালারের একটি চার চাকার গাড়ি এবং স্কুটি দিয়ে দুষ্কৃতিরা ঘোরাফেরা করে মঠ চৌমুহনি এলাকা দিয়ে। এই ঘটনায় পূর্ব থানায় একটি মামলা করেছেন মঠ চৌমুহনির বাসিন্দা রাহুল রায়। পূর্ব থানা এই ঘটনায় একটি মামলা নিয়েছে।মামলার নম্বর ১৭৯/২১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫, ৩০৭ ৫০৬ এবং ৩৪ ধারায় মামলাটি নেওয়া হয়েছে। রাহুলের অভিযোগ, তিনি রাত ১টা ১০ মিনিট নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় তার পথ আটকায় একটি সাদা রঙের গাড়ি এবং স্কৃটি। প্রথমে জগহরিমুড়ার দীপ্ত নাথকে এগিয়ে আসতে দেখেন। আচমকাই ৮ থেকে ৯জন হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসে। Flat Booking তারা রাহুলকে বেধড়ক পিটিয়েছে। ইস্কন মন্দিরের সামনেই তাকে মারধর করা হয়। মাথায় এবং মুখে বেশি আঘাত করা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে ভুগছেন রাহুল। নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন করেছেন। ঘটনা জানাজানি

হতেই এলাকায় আতঙ্কও তৈরি

হয়েছে। প্রসঙ্গত, মঠ চৌমুহনি

এলাকায় রাতে এই ধরনের দুষ্কৃতিদের

ঘোরাফেরা নতুন কিছু নয়। আগেও

দুষ্কৃতিরা মঠ চৌমুহনি এলাকায় মদ্যপ

অবস্থায় সাধারণ নাগরিকদের উপর

আক্রমণ করেছে। গত কয়েক বছর

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭.৩৫০

ভরিঃ ৫৫,২৪১

এফিডেভিট

আমি গোপা ব্যানার্জী অদ্য 11-

01-2022 এফিডেভিড মূলে

এই বিবৃতি দিতেছি যে, আমার

চাকুরীর বিভিন্ন কাগজে ও

Admit ও Marksheet ও

আমার সার্ভিস বই ও GPF

Account এ আমার নাম ও

পদবী, গোপা ব্যানার্জী,

বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা চক্রবর্তী

বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা ব্যানার্জী

বিভিন্নরকম পদবী ব্যবহৃত

হইয়াছে। কিন্তু আমি একই

ব্যক্তি। অদ্য 11-01-2022

হইতে আমি শুধু গোপা

ব্যানার্জী নামে পরিচিত

হইলাম।

এরপর দুইয়ের পাতায়

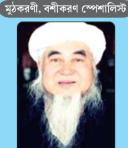
Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে। Mob - 8416082015

কাজ চাই

বয়স্ক রোগী ও ছোট বাচ্চার জন্য যত্নসহকারে আয়ার কাজ করতে চাই। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

যোগাযোগের ঠিকানা PH - 9863056156

স্মস্যার সমাধান



বাবা আমিল সুফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্ৰু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

> CONTACT 9667700474

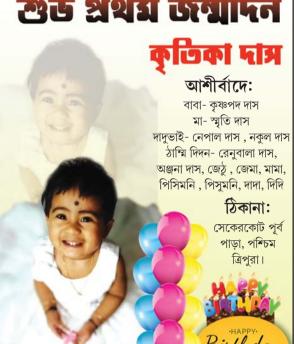
ওমিক্রনে সতর্ক উচ্চ আদালত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আদালতগুলি ঠিকভাবে চলার জন্য আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতিমারিতে করোনা আদালতগুলিতে বেশ কিছু নিয়মনীতি চালু করা হয়েছে। উচ্চ আদালতে এখন থেকে অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হবে। আইনজীবী এবং উচ্চ আদালতের কর্মীদের বুস্টার ডোজ দেওয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, শুনানি উচ্চ আদালতে উপস্থিত ছাড়াও ভার্চুয়াল মুডেও করা হবে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতামোহন জমাতিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। তাতে বলা হয়েছে. দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওমিক্রন এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার বেশ কিছ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আক্রান্ত রুখতে। রাজ্যের উচ্চ আদালত এবং নিম্ন

উচ্চ আদালতে প্রথমভাগের সব মামলাই শুনানি হবে। দ্বিতীয় ভাগে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জমা হওয়া মামলাগুলির শুনানি হবে। তবে গুরুত্ব অনুযায়ী এর পরের মামলাগুলির শুনানি হবে। আদালতে মাস্ক পরিধান করে আসা বাধ্যতামূলক। আইনজীবীদের অনুরোধ করা হয়েছে তাদের মক্কেলদের যেন আদালতে না আসতে বলেন। যদি দরকার হয় আসতে তাহলে ওই মক্কেলকে আদালত প্রবেশের মুখে ডবল ভ্যাকসিন নেওয়ার শংসাপত্র দেখাতে হবে। সব সময় আদালতে সামাজিক দূরত্ব মানতে হবে।

আইনজীবীদের অনুরোধ করা হয়েছে, কোর্ট হলের ভেতর যাতে এক সঙ্গে ১০জনের বেশি না প্রবেশ করেন। জেলা এবং পারিবারিক আদালতগুলির ক্ষেত্রে ৭টি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এই আদালতগুলি গুরুত্ব বুঝে পুরাতন মামলাগুলি যাতে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে। কোনও ক্ষেত্রেই যদি সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করা দরকার না হয় সেই ক্ষেত্রে তাকে ছাড়াই যাতে মামলার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হয়। দরকার না হলে যাতে আদালতে আসা থেকে বিরত থাকেন তার জন্য বলা হয়েছে। জেলা ও দায়রা বিচারকদের বলা হয়েছে, মেডিক্যাল অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে আদালতে করোনার অ্যান্টিজেন টেস্ট করানোর বিষয়ে ব্যবস্থা নেন।

শুভ প্রথম জন্মদিন



চিকিৎসা সংবাদ

সুগার ও থাইরয়েড রোগীদের জন্য সুখবর সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার এখন আগরতলায় স্বনামধন্য এন্ডোক্রিনোলোজিস্ট ডা. পঙ্কজ পাটারি

MD (MEDICINE) DM (ENDOCRINOLOGY) ১৬ই জানয়ারী, ২০২২ (রবিবার) রোগী দেখবেন। সুগার (ডায়াবেটিস), থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ। যোগাযোগ ঃ সঞ্জীবনী ল্যাবরেটরি হাঁপানিয়া, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন, আগরতলা। বুকিং নং- 7005368055 / 9366998328 N.B: প্রতি মাসে ডাক্তারবাবুকে আগরতলায় পাবেন।

বিশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

রহস্যজনক নিখোঁজ দুই বধূ-সহ সন্তান প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ দুই বধূ-সহ ছয় বছরের এক শিশু। এই ঘটনায় আমতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে এক বধুর গৃহশিক্ষকের সঙ্গে তারা পালিয়ে গেছে শিলচর। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত দুই বধুর নিখোঁজের কোনও তথ্য পায়নি। নিখোঁজের স্ত্রী পায়েল সাহা এবং ছয় বছরের সন্তান নিখোঁজ হওয়ার কথা থানায় জানিয়েছেন দুলাল লস্কর। তার



বাডি আমতলি। তিনি জানিয়েছেন. তার ভাতিজি প্রিয়াঙ্কা সূত্রধরও নিখোঁজ। প্রিয়াঙ্কারও বছরখানেক আগে বিয়ে হয়েছিল রামনগর ৮নং রোড এলাকায়। তার প্রাক্তন গৃহশিক্ষক কৃট্টির সঙ্গেই পালিয়ে

গাছের উপরে মা-ছেলে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১১ জানুয়ারি।। মা এবং ছেলের গাছের ৬পরে ৬ঠাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার চাঞ্চল্যের সুস্তি হয় অমরপুর বীরগঞ্জ এলাকায়। এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাদের প্রচেষ্টায় উভয়কে গাছ থেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। তবে কি কারণে মা-ছেলে দু'জনই গাছে চড়েছিলেন তা জানা যায়নি। ঘটনাটি দেখে কেউ বলেছেন, কু-সংস্কারের বশবতী হয়ে তারা এ ধরনের আচরণ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, কোনো অলৌকিক শক্তি হয়তো তাদের উপর ভর করেছে। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ প্রথমে ছেলেটি গাছে চড়ে। তার কিছুক্ষণ পর ছেলেটির মা'ও গাছে চড়ে যান। বিকেল চারটা নাগাদ এলাকাবাসী ঘটনাটি টের পান। তারা বার বার মহিলা এবং তার ছেলেকে নিচে নেমে আসার কথা বলেন। কিন্তু কেউই গাছ থেকে নামতে চাননি। পরে দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। অনেক চেষ্টার পর দমকল বাহিনী দু'জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। এর পরই গ্রামবাসীরা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেন। এলাকাবাসী মা-ছেলের এই কার্যকলাপে একেবারে হতচকিত হয়ে পড়েছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার

করোনা রোগীদের হোম আইসোলেশন বিষয়ক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত নতুন নিয়মাবলী

এইচআইভি-এইডস আক্রান্ত রোগীদের জন্যেও একই নিয়মাবলী প্রযোজ্য

- নিজেকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে
- আলো-বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে থাকাই শ্রেয়
- সর্বদা তিন লেয়ারের মাস্ক ব্যবহার করা দরকার
- নিয়মিত হাত ধুতে হবে এবং সেনিটাইজার ব্যবহার করতে হবে
- যতটা সম্ভব বিশ্রাম এবং সঠিক পরিমাণে তরল পদার্থ গ্রহণ করতে হবে
- নিজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র অন্যের সঙ্গে আদান প্রদান না করাই শ্রেয়
- পালস্ অক্সিমিটার ব্যবহারে নিজেকে পর্যবেক্ষণে রাখা বাঞ্জনীয়
- প্রতিদিন নিজের তাপমাত্রা মাপতে হবে



India's Voice Against AIDS

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার দারা প্রচারিত এইডস সম্পর্কে জানতে ১০৯৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে ফোন করুন